

জীবনের জয়গান



মাদক নির্ভরশীলতা ও পরিবার

সমবায় সমিতি নির্বাচন ও খ্রিস্টান সমাজ



পথশিশুদের মানসিক যত্ন

আছো তুমি হৃদি মাঝে



কুরা গমেজ

জন্ম : ২৮ মার্চ, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

শান্তি, মহাশান্তি মাঝে তুমি আছো, সুন্দর ঐ ক্রমবর্ধমান তুমি আছো

মাগো, আমাদের ছেড়ে বড় অসময়েই সবাইকে কাঁদিয়ে ঝুঁকুরে ডাকে সাড়া দিয়ে বিপত ২ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ অনন্তস্থানে চলে গেলেন তুমি। একইভাবে ২৩ বছর আগে ১৯৯৮ সালে হারিয়েছি আমাদের বাবাকে। কিন্তু সর্বকাল আমাদের চারিদিকে অনুভব করি তোমাদের পরম প্রেমের পরশ ও ভালবাসার স্রোত।

মা, ব্যক্তি জীবনে তুমি ছিলে একজন ধার্মিক নারী, সহজ-সরল, সর্বদা হাসিখুশী, কর্তব্য-পরায়ণ ও পরোপকারী। জীবিতকালে তুমি প্রতিশ্রুতি আমাদের শিখিয়েছ মানুষকে ভালবাসতে, মানুষের সুখে-দুখে পাশে দাঁড়াতে। মা তুমিই ছিলে আমাদের পরিচালক, আমাদের আদর্শ, আমাদের সকল প্রেরণার উৎস।

মা ও বাবা, স্বর্গ থেকে তোমরা আমাদের আশীর্বাদ করে, যেন তোমাদের শেখানো খ্রিস্টীয় আদর্শ পথে আমরা আজীবন চলতে পারি এবং একদিন স্বর্গধামে তোমাদের সাথে মিলিত হতে পারি। পরম কলণময় স্মৃতিকর্তা তোমাদের স্বর্গে চিরশান্তি দান করুন।

শোকার্থ পরিবারের পক্ষে,

ছেলে- মেয়ে, নাতি-নাতনী :

মিষ্টান গমেজ ও ইলা গমেজ - বিশাল ও বিবেক

পিটন গমেজ ও নিতাই গমেজ - নুত্রা ও নিলা

রানী গমেজ ও সমর রোজারিও - পার্ণা ও শর্বা

লাইনি গমেজ ও হানু কঙ্কা - হুই ও গারত

আইভি গমেজ ও সমর গমেজ - হুতি ও পুঁ

উত্তর রাজেশ্বর, রাকমাটিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

ভাই-বোন : পিটার ডি' কুজ, যাকোব ডি' কুজ, মিশন ডি' কুজ,

মমতা ডি' কুজ, হেলেন ডি' কুজ ও ব্রুনা ডি' কুজ।

জয়রামবের, রাকমাটিয়া মিশন, কালীগঞ্জ, গাজীপুর

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী

তুমি আছো



নিকোলাস তিমথী কস্তা

জন্ম : ১৯ অক্টোবর, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৩০ জুন, ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ
জয়রামবের, রাকমাটিয়া ধর্মপন্থী।

সময়ের শ্রোতে দিন মাল বছর বয়ে যায়
ওধু স্মৃতিটুকু রয়ে যায়
মনের মণি কোঠায়।

মনের বাটিতে স্মৃতির ডায়েরী খুলে
শত ব্যস্ততায় সব ভুলে
তোমার স্মৃতিতে ভুবে যাই আঁখি জলে।

নয়ন নদীতে আপসা হয় তোমার অবয়ব
বুকের গভীরে হারানো ব্যথা হয় সরব
কান পেতে শুনি তোমার ভালবাসার রব।

কে বলে তুমি নেই, তুমি চলে গেছো
তুমি আছো, খুব কাছে মিশে আছো
প্রাণে-মনে-আত্মায় জড়িয়ে আছো।

তোমারই আশীষ ধন্য

শ্রী: নির্মলা কঙ্কা, হেলে ও হেলে বৌ: তপন ও সুমিত্রা কঙ্কা, তাপস ও লতা কঙ্কা,

মেয়ে: সিটীর ড, অর্চিন্দ্রা ও বেবেলিন, এলএমআরএ ও হেলে: ফানার তুমার জেজিমার কঙ্কা

নাতি ও নাতনি: অরশী, অরিয়া, লপস ও লিবন কঙ্কা

ভাই ফানার জ্যোতি কঙ্কা ও পরিবারবর্গ

গাছে গাছে দেখি যখন ফলের সমারহ
তোমায় স্মরণ হয় অহরহ
কথার জোয়ারে স্মৃতিপটে তুমি আসো প্রত্যহ।

তোমার বড়শি এখনও গোয়াল ঘরে
পুকুরের মাছ এক দুইটা ধরে
সতত তোমার কথা মনে পড়ে।

দৃশ্যভাবে তুমি নেই
হাত বাড়ালে তোমার হোঁচা নেই
তাই বলে কী তুমি কোথাও নেই?

তুমি আছো, খুব আছো, মিশে আছো
প্রাণে-মনে-আত্মায় জড়িয়ে আছো
সুখের দেশে, শান্তির দেশে পরমানন্দে
তুমি আছো।



সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরক

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাউডে
খিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরক

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশ্চিতি রোজারিও
অংকুর আস্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী থ্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail :

wklypratibeshi@gmail.com
Visi : www.weekly.pra:ibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র
৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষ্মীবাজার
ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শিশুকাল থেকেই মানুষকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবনোপযোগী বিভিন্ন শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুকাল পেরিয়ে কিশোরকালে আসলেই শিক্ষা দেওয়া হয় নিয়মানুবর্তি হতে ও সময়ের মূল্য দিতে। ছাত্র-ছাত্রী অনেককেই সময়ের মূল্য রচনাটি মুখস্থ করতে হয়। সময় সত্যিই অত্যন্ত মূল্যবান কেননা তা চলে গেলে আর ফিরে আসে না। কিন্তু সময়ের চেয়ে জীবনের মূল্য অনেক বেশি। তাইতো বিভিন্ন প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত ব্যক্তিগণ পরামর্শ দিয়ে বলেন, মানুষের কাছে সবচেয়ে বেশি মূল্যবান জীবন। জীবনের গুরুত্ব তুলে ধরে যিশু খ্রিস্ট বলেন, আমি পথ, সত্য ও জীবন। ব্যক্তি যিশু ও তাঁর শিক্ষার সাথে মিতালি হলো প্রকৃত জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন। নিজ ও অপরের জীবনকে সত্যিকারভাবে ভালোবাসা ও সম্মান করা অতীব প্রয়োজনীয় একটি মূল্যবোধ। কেননা আমাদের জীবন ঈশ্বরের কাছ থেকে পাওয়া শ্রেষ্ঠ সম্পদ। পৃথিবীতে আমাদের স্বল্পকালীন এই জীবনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে আমরা জীবনের জয়গান করতে পারি। কিন্তু জীবন সম্পর্কে অসচেতন ব্যক্তির যেনতেনভাবে তা ব্যবহার করে অন্যের গলগ্রহ হয়ে ওঠেন। মাদকাসক্ত ব্যক্তির অনেক সময়ই সমাজের গলগ্রহ হয়ে ওঠেন। তারা নিজেদের জীবন যেমনি ধ্বংসের দিকে নিয়ে যান ঠিক তেমনভাবে পরিবার ও সমাজের অনেককে কষ্ট দান করেন। কোন পরিবারের একজন মাদকাসক্ত সদস্যের জন্য পরিবারের সবাইকে আর্থিক, মানসিক ও সামাজিক ভোগান্তিতে পড়তে হয়। মাদকাসক্তরা নিজেদের ক্ষণিক আনন্দের জন্য পরিবারের সবাইকে কষ্টে রাখে। এতো কষ্টের মধ্যেও পরিবারের সদস্যরা তাদের পরিবারের মাদকাসক্ত সদস্যকে ফেলে দেন না; কিন্তু তাকে সুপথে ফিরিয়ে আনতে ও সুস্থ করতে সন্তুষ্ট হন। মাদকাসক্তদের সুপথে ও জীবনের পথে ফিরিয়ে আনার জন্য বাংলাদেশ মণ্ডলী আজ থেকে ৩৩ বছর আগে প্রতিষ্ঠা করেছে বারাকা: বাংলাদেশ মাদকাসক্ত চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র। বারাকার বিজ্ঞানভিত্তিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পদ্ধতির অনুসরণে হাজারো মাদকাসক্ত যুবক পরিবর্তিত হয়ে সমাজের মূলধারায় জীবন-যাপন ও সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। বারাকা এই মহতী সেবা দিয়ে যাচ্ছে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের জন্য। তাদের সেবার মধ্যদিয়ে অনেক যুবক ফিরে পেয়েছে তাদের জীবনের সৌন্দর্য-মহাত্ম্য, অনেক পরিবারে এসেছে শান্তি-আনন্দ। তাদের কাজে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যিশুর বাণী, আমি তো সুস্থদের জন্য নয়; বরং অসুস্থদের জন্যই এই জগতে এসেছি। মাদকাসক্ত ও তাদের পরিবারের প্রতি বারাকার মধ্যদিয়ে যিশুর যে ভালোবাসা বাংলাদেশ খ্রিস্টমণ্ডলী মূর্ত করে তুলছে তাতে জীবন বাঁচুক শত-সহস্র মানুষের আর জীবন আসুক অজস্র মানুষের।

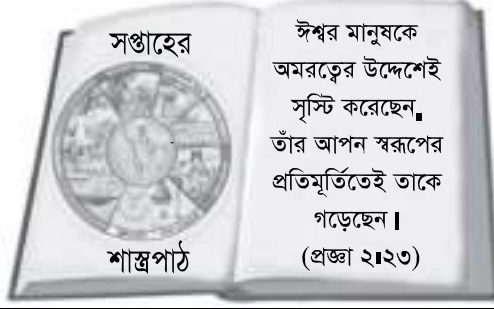
মাদকাসক্তদের সুস্থ করা যেমন জরুরী তার থেকেও বেশি জরুরী মাদক নিয়ন্ত্রণ করা। বিশ্বায়নের সাথে-সাথে মনে হচ্ছে মাদকায়নও ঘটছে। কিন্তু মাদক যেন সহজলভ্য হতে না পারে সে ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার। মাদক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে মাদকের ছোবল বেশ তীব্র। সরকারের কঠোর মনোভাব ও ধর্মীয় কারণে মদ ও মাদকের প্রকাশ্য উপস্থিতি তেমনটা না থাকলেও টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া সর্বত্রই মাদক ও মাতালদের অস্তিত্ব আছে। মাদক হিসেবে গ্রহণ করছে মদ, গাজা বা হিরোইনসহ ইয়াবা। যে যুবকেরা দেশকে ভবিষ্যতে নেতৃত্ব দেবে তারাই ইয়াবার মায়াজালে আচ্ছন্ন। যুবতী নারীরাও সামিল হচ্ছে মাদকে। সরকারের নির্দেশনায় প্রশাসন মাঝে মাঝে অভিযান চালিয়ে মাদক বিরোধী মনোভাব দেখায়। কিন্তু এভাবে হঠাৎ-হঠাৎ অভিযান চালিয়ে মাদক নিয়ন্ত্রণ করা সব নয়। মাদক নিয়ন্ত্রণের জন্য চাই সমন্বিত প্রচেষ্টা, চাই সামাজিক আন্দোলন। বিভিন্ন এনজিও মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতার আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। বারাকা মাদকের বিরুদ্ধে যেমনি আন্দোলন চালাচ্ছে তেমনি মাদকাসক্তের জন্য পুনর্বাসনের চিন্তাও করছে। এমনিভাবে সার্বিক মঙ্গল চিন্তা করে এগিয়ে যেতে হবে।

মাদকের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সরকারের কঠোর মনোভাব থাকলেও কিছুতেই খ্রিস্টান সমাজে মদের ব্যবহার কমছে না। খ্রিস্টান সমাজের পরিচিতি কি মদের সাথে জড়িত! জন্ম অনুষ্ঠান থেকে মৃত্যু ও তার পরবর্তী কার্যক্রমে মদের যেরূপ ব্যবহার তা আমাদের জন্য চরম লজ্জার ব্যাপার। মদের প্রকোপ এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে যে, যুবকদের সংগঠিত করতে সূচতুর নেতৃবর্গ মদকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছেন। মদের মন্দ প্রভাব জেনে জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ ব্যক্তির উঠতি যুবকদেরকে মাদকাসক্ত করছেন। অমিত সম্ভাবনাময় যুব সমাজকে বুঝতে হবে এক গ্লাস মদের কাছে তারা কি তাদের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব বিকিয়ে দিবে? বিভিন্ন পর্যায়ে নির্বাচন আসলে মদের যে মাতামাতি ও ঝনঝানি তা কি আমাদের মদ্য সমাজের তকমা দিচ্ছে না। মদের কারণে আমাদের খ্রিস্টান সমাজের জমিজমা, সম্মান গেছে আর এখন সন্তানরাও যাচ্ছে। আর কি হারালে পরে আমাদের হৃশ ফিরবে! এখনও সময় আছে সচেতন হবার আর মাদক থেকে ফিরে আসার। মাদকাসক্তদের ঘৃণা না করে মাদককে ঘৃণা করি। অসুস্থ মাদকাসক্তদের সুস্থ হতে সহায়তা করি। এই বিশেষ সংখ্যাটি প্রকাশ করতে আর্থিক সহায়তার জন্য (বাংলাদেশ মাদকাসক্ত চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র) বারাকাকে ধন্যবাদ। †



যিশু তাকে বললেন, 'কন্যা, তোমার বিশ্বাস তোমার পরিদ্রাণ সাধন করেছে; শান্তিতে যাও, ও তোমার রোগ থেকে মুক্ত হয়ে থাক। (মার্ক ৫:৩৪)

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org



কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্কসমূহ ২৭ জুন-৩ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২৭ জুন, রবিবার

প্রজ্ঞা ১: ১৩-১৫; ২: ২৩-২৪, সাম ৩০: ২-৪, ৫-৬, ১১-১৩খ, ২ করি ৮: ৭, ৯, ১৩-১৫, মার্ক ৫: ২১-৪৩; অথবা ৫: ২১-২৪, ৩৫খ-৪৩

সাধু পিতর দিবসের দান সংগ্রহ (পিটার পেনস সানডে)

২৮ জুন, সোমবার

সাধু ইরেনিউস, বিশপ ও ধর্মশহীদ-এর স্মরণ দিবস
আদি ১৮: ১৬-৩৩, সাম ১০৩: ১-৪, ৮-১১, মথি ৮: ১৮-২২
অথবা: সাধু-সান্থ্রীদেব পর্বদিবসের বাণীবিতান
২ তিমথী ২: ২২খ-২৬, সাম ৩৭: ৩-৬, ৩০-৩১, যোহন ১৫: ১-৮

সাধু পিতর ও পল-এর পর্ব উপলক্ষে সাক্ষ্যকালীন খ্রিস্টযাগ -
শিষ্যচরিত ৩: ১-১০, সাম ১৯: ১-৪, গালাতীয় ১: ১১-২০,
যোহন ২১: ১৫-১৯

২৯ জুন, মঙ্গলবার

প্রেরিতদূত পিতর ও পল-এর মহাপর্ব
শিষ্যচরিত ১২: ১-১১, সাম ৩৪: ১-৮, ২ তিমথি ৪: ৬-৮, ১৬ক,
১৭-১৮, মথি ১৬: ১৩-১৯

৩০ জুন, বুধবার

আদি ২১: ৫, ৮-২০, সাম ৩৪: ৬-৭, ৯-১১, ২২, মথি ৮: ২৮-৩৪

১ জুলাই, বৃহস্পতিবার

আদি ২২: ১-১৯, সাম ১১৬: ১-৬, ৮, মথি ৯: ১-৮

২ জুলাই, শুক্রবার

আদি ২৩: ১-৪, ১৯; ২৪: ১-৮, ৬২-৬৭, সাম ১০৬: ১-৫, মথি ৯: ৯-১৩

৩ জুলাই, শনিবার

প্রেরিতদূত সাধু টমাস-এর পর্ব
ইসাইয়া ৫২: ৭-১০; অথবা এফেসীয় ২: ১৯-২২, সাম ১১৭:
১-২, যোহন ২০: ২৪-২৯
বিশপ সুব্রত এল. হাওলাদার সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী।

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৭ জুন, রবিবার

- + ১৯১১ ফাদার রনে ডেজমন্ড সিএসসি (ঢাকা)
- + ১৯৮৬ সিস্টার মারী এমি আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)
- + ১৯৯০ ফাদার জিওভান্নি বার্বি পিমে (দিনাজপুর)
- + ২০০৪ সিস্টার ভিজির্নিয়া রোজারিও সিআইসি (দিনাজপুর)

২৮ জুন, সোমবার

- + ১৯৫৪ সিস্টার এম. এলিজাবেথ আরএমডিএম (চট্টগ্রাম)
- + ১৯৭৩ ব্রাদার লুইস ই. গানজানিয়া সিএসসি

২৯ জুন, মঙ্গলবার

- + ২০১৭ সিস্টার গোলাপী টপ্য পিমে

৩০ জুন, বুধবার

- + ১৯১৪ ফাদার আন্দ্রে বরুক সিএসসি
- + ১৯৮৯ মাদার বন পাস্তর সিএসসি (চট্টগ্রাম)
- + ২০০২ ফাদার ফ্রান্সিস পালমা (ঢাকা)
- + ২০১৮ সিস্টার মেরী ম্যাগডেলিন পিসিপিএ

১ জুলাই, বৃহস্পতিবার

- + ২০০৭ ফাদার ফিলিপ সুজিত সরকার (খুলনা)

৩ জুলাই, শনিবার

- + ১৯২৮ সিস্টার এম. এডলফিন ডুগ্যান সিএসসি
- + ১৯৭২ ফাদার সাইমন থেটা (চট্টগ্রাম)
- + ১৯৯২ সিস্টার ক্যাথেরিন এসএমআরএ (ঢাকা)
- + ২০০৩ ব্রাদার দানিয়েল রোজারিও সিএসসি (ঢাকা)

মানবিক হবার শিক্ষা শুরু হোক পরিবারে

পরিবার যেমন একটি ক্ষুদ্র সমাজ, একটি মিলন কেন্দ্র, একটি ভালোবাসার জায়গা ঠিক তেমনি পরিবার হলো মানুষ ও মানবিকতার সেতু স্বরূপ। কেননা পরিবার আমাদের প্রকৃত মানুষ হতে সাহায্য করে, মানবিকতার শিক্ষা দেয়। পরিবার আমাদের সুন্দর মনের মানুষ হতে, মনের সৌন্দর্য চর্চা করতে সাহায্য করে। আমাদের



মনে জাগ্রত করে ভ্রাতৃত্ববোধ, সহানুভূতি, সহমর্মিতা, সহভাগিতা, করুণা, সৌজন্যতা, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য এবং একই সাথে প্রজ্ঞা, বুদ্ধি, বিবেক, মনোবল, জ্ঞান ও ধর্মানুরাগের মত অনেক গুণবিশেষ। পিতামাতা চান সন্তানের জীবন হবে আলোকবর্তিকা। একজন পিতা-মাতার প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অনেক বেশি না থাকলেও তারা চান তাদের সন্তান হবে সততার আদর্শ, সমাজে ন্যায্যতা ও শান্তি আনয়নে কাজ করবে। সন্তানের জীবন হবে স্বার্থহীন, অপরের মঙ্গলার্থে ও কল্যাণে সন্তান কাজ করবে। তবে একটি মজার বিষয় হলো আমরা কেউ নিজের ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে আসিনি। তাই বলা যায় সন্তান হলো পিতা-মাতার ভালোবাসার পূর্ণ প্রকাশ। তাই পিতা-মাতার ভালোবাসার এই ক্ষুদ্র স্পন্দনটি মাতৃগর্ভে মায়ের সাথে একান্ত ভালোবাসার বন্ধনে ধীরে-ধীরে বড় হতে থাকে। একজন মা যে খাদ্য গ্রহণ করেন গর্ভের সন্তানও তাই গ্রহণ করেন। মাতৃ গর্ভে থাকা কালেই শিশুসন্তানটি মায়ের আচার-আচরণ, ধ্যান-ধারণা নিয়ে বড় হয়। তাই গর্ভ থেকেই একজন মায়ের অনেক ভূমিকা রয়েছে। ভূমিষ্ঠ হয়েই কান্না করে এই শিশু সন্তানটি পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে; চোখ মেলে পরিবারের আপন মানুষজনকে চিনতে চেষ্টা করে। দার্শনিক রেনে ডেকার্ত বলেন, একটি শিশুর মন সাদা কাগজের মত অর্থাৎ “তারুলা রাসা”। শিশু জন্মগ্রহণ করেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সকল কিছু শিখে নেয়। আর সেকারণেই পরিবারের মানুষ ছোটবেলা থেকে শিশুকে যে সকল মূল্যবোধ শেখান শিশুটি সেভাবেই নিজেকে গঠন করে নেয়। একজন শিশু অনেক বেশি অনুকরণপ্রিয় আর সেকারণেই শিশু সন্তানটি পরিবারের মা-বাবার আদর্শ, পরিবারের মানুষের ভালোবাসা, দয়া-মায়া, রাগ, অহংকার এই সকল অনুভূতিগুলো খুব সহজেই রপ্ত করে নেয়। একজন শিশুসন্তানের জ্ঞানচর্চা, জ্ঞান সাধনার জন্য স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রতিষ্ঠানগুলোর গুরুত্ব আমরা বলে শেষ করতে পারবো না। কিন্তু আমার মনে হয় পরিবার হলো একজন শিশুর আসল বিদ্যাপিঠ। যেখান থেকে একজন শিশু উদ্ভূত জ্ঞান, শিষ্টাচার, আদব-কায়দা; সর্বোপরি মূল্যবোধের আলোকে তার হৃদয়কে সাজায়। একই সাথে পরিবারের যত্ন ও ভালোবাসার কারণে তার বিবেক জাগ্রত হয়, তার মধ্যে নীতিবোধ জন্ম নেয়। আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য, পোশাক-আশাক যতই সুন্দর হোক না কেন, আমাদের মনের গঠন ও সৌন্দর্য যদি না থাকে তাহলে বাহ্যিক অবয়ব দিয়ে কি লাভ? তাই আমরা চাইলেই পারিবারিক শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের সন্তানদের উদ্ভ, মার্জিত, রুচিশীল মানুষ হিসেবে এবং মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারি।

উজ্জ্বল রিবেক
বনানী থেকে

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

০৩ জুলাই, চট্টগ্রাম মহাপ্রদেশের ধর্মপাল আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী। ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ০৩ জুলাই তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছে। “খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র” ও “সাপ্তাহিক প্রতিবেশী”র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।



- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বারাকা বাংলাদেশ মাদকাসক্ত চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ক্রমবিকাশ

ব্রাদার বিজয় রড্রিক্স সিএসসি

(লেখক পরিচিতি : প্রয়াত ব্রাদার বিজয় রড্রিক্স সিএসসি ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ১২ বছর বারাকার নিবেদিতপ্রাণ পরিচালক ছিলেন। পরবর্তীতে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রয়াণের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত বারাকার ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। বারাকাকে তিলে-তিলে গড়ে তোলা ও সবচাইতে কাছ থেকে দেখা এই মহান ব্যক্তিত্বের বয়ানে ২০০৬ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেশী সংখ্যার প্রবন্ধটি ব্রাদার বিজয়ের প্রতি বারাকার শ্রদ্ধার স্মারক হিসাবে পুনর্মুদ্রিত হলো।)

ভূমিকা

বাংলাদেশ মাদকাসক্ত চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (বারাকা) আজ একটি অতি পরিচিত নাম। দেশের ও সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষই নির্দিধায় স্বীকার করবে যে, বাংলাদেশের সর্বপ্রথম স্থাপিত মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র এই বারাকা যুবসমাজকে তার হারানো ঠিকানা খুঁজে পেতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়েছে। শত-শত নেশাগ্রস্ত যুবক বারাকার সংস্পর্শে এসে আলোর পথের সন্ধান পেয়েছে। তাই বারাকার একটি অতি পরিচিত শ্লোগান “শিশুরা যেমন মাতৃক্রেড়ে, নেশাগ্রস্তরা তেমনি বারাকায়।”

সাভারের কমলাপুর গ্রামে (আহাইল্লার টেক) অবস্থিত বারাকার মূল চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রটি অল্প কিছুদিন পূর্বে কাঠামোগত দিক থেকে বিপুলভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। সম্প্রসারিত কাঠামোটির উদ্বোধনকে উপলক্ষ্য করে বারাকার উদ্যোগে সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, যেখানে বারাকা সম্পর্কিত নানা বিষয় নিয়ে প্রতিবেদন ছাপানো হবে। এই প্রতিবেদনটিতে জন্ম থেকে এ পর্যন্ত বারাকার ক্রমবিকাশ পর্যায়গুলো নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করতে চেষ্টা করব।

কেন্দ্রটির বয়স বিগত জুলাই মাসের ১ তারিখে ১৮ বছর পূর্ণ হয়েছে (বর্তমানে ৩৩ বছরে পদার্পণ করেছে)। এই ১৮ বছরে বারাকা বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করে যে অবস্থানে এসে উপনীত হয়েছে সে সম্পর্কে জানার আগ্রহ পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই রয়েছে। তাদের সেই আগ্রহের কথা বিবেচনা করে কিছু-কিছু বিষয়ে উল্লেখ করব। যেহেতু আরো অন্যান্য প্রতিবেদনও এই সংখ্যায় স্থান পাবে, তাই এই একক প্রতিবেদনে বারাকার আদ্যোপান্ত সবকিছু উল্লেখ না করে কতিপয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই।

এই প্রতিবেদনে বারাকার প্রথম দিকের দিনগুলো দিয়ে শুরু করে পর্যায়ক্রমে কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পদ্ধতি, কর্মকাণ্ড ও সমাজের উপর এর প্রভাব,

কেন্দ্রের অবস্থানিক পরিবর্তন এবং এর বর্ধিত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী নিয়ে কিছু তথ্যনির্ভর আলোচনা করতে ইচ্ছা পোষণ করছি।

২। বারাকার প্রারম্ভিক দিনগুলো

আশির দশকের প্রথমদিক থেকে বাংলাদেশের মাদকাসক্তি জগতে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এই দশকের মাঝামাঝি সময়ে দেশীয় বিভিন্ন মাদকের সাথে অন্তর্ভুক্ত হতে শুরু করে হেরোইন (ব্রাউন সুগার)। ভারত থেকে সীমান্ত এলাকা রাজশাহী, নওগাঁ, যশোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ইত্যাদি দিয়ে বাংলাদেশে হেরোইনের অনুপ্রবেশ। ঢাকা শহরের মোহাম্মদপুর ও পুরান ঢাকাকে চিহ্নিত করা হয় হেরোইন কেনা-বেচা ও ব্যবহারের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে। বেশ কিছু সংবাদপত্র ও সাপ্তাহিকীতে এ সম্পর্কিত প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়। পত্র-পত্রিকার সংবাদ থেকে বিষয়টি সম্পর্কে অবগত হয়ে ব্রাদার জার্নাল ডি'সুজা সিএসসি, পবিত্র ক্রুশ ভ্রাতৃসংঘের একজন সদস্য, বেশ উদ্বিগ্ন হন। তিনি যুব সমাজের অন্ধকারাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের হাতছানি দেখতে পান এই প্রতিবেদনগুলোতে। বিষয়টি নিয়ে তিনি নিজে এবং পরবর্তীতে ক্রুশ সংঘের সদস্যসহ আরো কয়েকজন গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সাথে মাদকের কুফল নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তারা ক্রমান্বয়ে একটি ছোট আলোচনা দল গঠন করে তাদের আলোচনা নিয়মিত পর্যায়ে নিয়ে আসেন এবং এ সম্পর্কে করণীয় নিয়ে পরিকল্পনা করতে থাকেন।

বেশ অনেক দিন আলোচনার এক পর্যায়ে তারা এই দলটির একটি নামকরণ করেন। নামটি ছিল “বারাকা”, যা আরবী শব্দ থেকে গৃহীত এবং এর অর্থ হল “বরকত” বা “আশীর্বাদ”। এই নামটিই আজো পর্যন্ত বারাকা কেন্দ্রের নাম হিসেবেই পরিগণিত হয়ে আসছে। অবশ্য ইংরেজীতে “Bangladesh Rehabilitation and Assistance Center for Addicts (BARACA)” কেই বুঝানো হয়ে থাকলেও এর অর্থ যে আশীর্বাদ তাকে বারাকার সংশ্লিষ্ট সকলেই সানন্দে গ্রহণ করে নিয়েছে।

প্রাথমিক পর্যায়ে বারাকার সাথে আরো

যারা সংশ্লিষ্ট ছিল তাদের সম্পর্কে আলাদা করে বিস্তারিত লেখার সুযোগ এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সম্ভব নয়। তবে তাদের অবদানকে আন্তরিকভাবে স্বীকার করে নিয়ে তাদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রকাশ করে আমরা গর্বিত। তাদের মধ্যে বিশেষভাবে স্মরণীয় ও বরণীয়রা হলেন শ্রদ্ধেয় ব্রাদার ডোনাল্ড বেকার, ব্রাদার জেরাল্ড ক্রেগার (প্রয়াত), ফাদার তপন ডি'রোজারিও, ফাদার জর্জ পোপ, সিস্টার পলিন নাইডু, মিঃ এডু ফেজার এবং মিঃ যোয়াকিম গমেজ (প্রয়াত)।

৩। কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা

১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১ জুলাই ঢাকার অদূরে হরিরামপুর নামক এক জায়গায় দু'জন আসক্তকে নিয়ে বারাকার প্রথম কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও সেই সময়ে আরো কয়েকটি স্থানে নেশাসক্তদের চিকিৎসা কেন্দ্র বিদ্যমান ছিল, তবে সেই কেন্দ্রগুলোতে কেবলমাত্র আসক্তদের নির্বিষকরণের কাজটিই করা হত; বারাকা কেন্দ্রই প্রথম যেখানে নির্বিষকরণের পাশাপাশি অন্যান্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসা এবং পুনর্বাসন সহায়তা দানের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

বারাকার প্রথম পরিচালক ছিলেন শ্রদ্ধেয় ব্রাদার রোনাল্ড ড্রাহোজাল সিএসসি। কেন্দ্রটি স্থাপনের উদ্যোক্তারা সে সময় ব্রাদার রোনাল্ডকে বেছে নিয়েছিলেন কারণ তখন তিনি স্বদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে নতুন কর্মের সন্ধানে ছিলেন। যেহেতু তার কোন পূর্বাভিজ্ঞতা ছিল না, তাই উদ্যোক্তারা তাকে প্রথমে ভারতের - কোলকাতায় এবং পরবর্তীতে নেপালের কাঠমুন্ডুতে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে প্রেরণ করেন। তিনি বেশ কিছু সময় সেসব কেন্দ্রগুলোতে অবস্থান করে ফিরে এসে বারাকা পরিচালনার কাজ আরম্ভ করেন। প্রথম কেন্দ্রটিতে রোগীর সংখ্যা ছিল দুইজন এবং স্টাফ ছিল ব্রাদার ছাড়া আরো একজন। পরবর্তীতে তার সাথে যোগ দেন ডাক্তার টমাস বাউডে; বর্তমানে তিনি আমেরিকার একটি সেন্টারে কর্মরত আছেন।

কেন্দ্রটি পরিচালনা যেহেতু অত্যন্ত ব্যয়বহুল একটি বিষয় এবং উদ্যোক্তাদের আর্থিক সঙ্গতি ছিল খুবই অপ্রতুল, তাই কেন্দ্রটিকে

কারিতাস বাংলাদেশ-এর একটি প্রকল্প হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করার আবেদন করা হলে তা গৃহীত হয়। ১৯৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১ জানুয়ারি থেকে বারাকা কারিতাস বাংলাদেশের একটি কেন্দ্রীয় প্রকল্প হিসাবে স্বীকৃত হয়, তবে পরিচালনার দায়িত্ব পবিত্র ক্রুশ ব্রাদারদের সংঘের হাতেই ন্যস্ত থাকে এবং আজো পর্যন্ত সেভাবেই প্রকল্পটি পরিচালিত হয়ে আসছে। কারিতাস বাংলাদেশের তৎকালীন পরিচালক মি. জেফ্রী এস পেরেরা থেকে আরম্ভ করে পরবর্তীতে মি: বিটু ডি'কস্তা এবং বর্তমান পরিচালক ড. বেনেডিক্ট আলো ডি'রোজারিও-র প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় এবং পবিত্র ক্রুশ ব্রাদারদের পরিচালনায় কেন্দ্রটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

৪। চিকিৎসা ও পুনর্বাসন পদ্ধতি

প্রাথমিক পর্যায়ে বারাকার সামগ্রিক কার্যক্রম প্রধান দুটো ভাগে বিভক্ত ছিল - চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এবং মাদকদ্রব্য বিরোধী সচেতনতা ও প্রতিরোধ। যেহেতু দেশে বর্তমানে আরো অনেক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে এবং তাদের অনেকেরই সচেতনতা ও প্রতিরোধ বিষয়ক কর্মকাণ্ড বিদ্যমান রয়েছে, বারাকা চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের উপরই বেশি গুরুত্বারোপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সেভাবেই কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই চিকিৎসা সহায়তা ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডের আওতায় রয়েছে চিকিৎসা পূর্ববর্তী মোটিভেশন, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন চলাকালীন ধাপসমূহ এবং ফলো-আপ ও চিকিৎসা পরবর্তী সেবা।

কোন অসুস্থ ব্যক্তি যদি সুস্থতা লাভ করতে চায় তাহলে সর্বপ্রথমে তার মধ্যে সুস্থ হওয়ার সদিচ্ছা থাকতে হবে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্যক্তির এই সদিচ্ছা আপনা থেকে জাগ্রত হয় না, তাকে সেই দিকে পরিচালিত করার জন্যে তৃতীয় ব্যক্তির সহায়তার প্রয়োজন হয়। তাই তার মধ্যে সেই সদিচ্ছা জাগ্রত করতে এবং প্রোগ্রামের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ধারণা যোগাতে সেই ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যদের কাউন্সেলিং করা হয় এবং সেই সাথে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে তাকে নারকোটিকস্ এনোনিমাস (এন.এ) সভাগুলোতে যোগান করাতে বলা হয়। এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে ভর্তিচ্ছু রোগীকে উপযুক্ত সময়ে বারাকা প্রোগ্রামে অন্তর্ভুক্ত করা হয় তার অভিভাবকদের উপস্থিতিতে।

বারাকায় ব্যবহৃত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কর্মসূচীতে মাদকাসক্তি রোগের ব্যাপ্তি ও গভীরতা উপলব্ধি করে আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত এন.এ ও অন্যান্য স্বীকৃত পদ্ধতির একটি সমন্বিত, সুশৃঙ্খল ও কার্যকরী প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়। বারাকা প্রোগ্রামের বৈশিষ্ট্য হলো একই সমস্যায় আক্রান্ত একদল মানুষ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার জন্য একে অপরকে সাহায্যের মাধ্যমে চিকিৎসা প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রক্রিয়ায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত রোগীর পরিবারের সদস্যদের সম্পৃক্ত করানো হয়। প্রাতিষ্ঠানিক চিকিৎসা শেষে রোগী তার

পরিবার ও কর্মজগতে ফিরে যায় এবং ধীরে ধীরে স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার সক্ষমতা অর্জন করে।

এই প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন চার মাস ব্যাপী একটি সুপরিচালিত ও ধারাবাহিক কর্মসূচী অনুসরণ করা হয়। কর্মসূচীর আওতায় থাকে যথাক্রমেঃ (১) নির্বিষকরণ (Detoxification), (২) এন.এ মিটিং (NA Meeting), (৩) ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং (Individual Counselling), (৪) পারিবারিক কাউন্সেলিং (Family Counselling), (৫) দলগত চিকিৎসা (Group Therapy), (৬) শিক্ষামূলক ক্লাস (Educational Classes), (৭) অকুপেশনাল থেরাপী (Occupational Therapy), (৮) রিল্যাক্সেশন থেরাপী (Relaxation Therapy), (৯) রিক্রিয়েশনাল থেরাপী (Recreational Therapy), (১০) পারিবারিক সহযোগিতা সভা (Family Meeting), (১১) ঘরে ফেরা (Going Home), (১২) গ্র্যাজুয়েশন (Graduation), (১৩) আত্ম-সহায়তা দল (Self-help Group) এবং (১৪) সোবার বার্থ-ডে (Sober Birth Day)।

সাভারে চার মাস মেয়াদী চিকিৎসা সমাপনান্তে গ্র্যাজুয়েশন প্রাপ্তদের জন্যে ঢাকাস্থ কেন্দ্রে একমাস ব্যাপী ফলো-আপের ব্যবস্থা রয়েছে। একটি বিশেষ প্রোগ্রামের মাধ্যমে চিকিৎসাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে অব্যাহতভাবে সুস্থ থাকা, ধীরে ধীরে পরিবারে ও সমাজে খাপ খাওয়ানো, কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পূর্বে আরো দক্ষ ও গ্রহণীয় করে তোলা হয়।

ফলো-আপ পরবর্তী সময়ে সুস্থতাকে অব্যাহতভাবে ধরে রাখার জন্যে বারাকার ঢাকাস্থ কেন্দ্রে একটি সমন্বিত চিকিৎসা পরবর্তী সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই কার্যক্রমের আওতাধীন রয়েছে কনসাল্টেশন, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত কাউন্সেলিং, বিভিন্ন ধরনের এন.এ মিটিং, পারিবারিক সহযোগিতা, দলগত চিকিৎসা, রিল্যাক্স প্রিভেনশনে আত্ম-সহায়তা দল, বিভিন্ন ধরনের বিনোদনমূলক ব্যবস্থা, পাঠাগার, ফেলোশীপ ইত্যাদি।

৫। বারাকা-র কার্যক্রম ও সমাজের উপর তার প্রভাব

বিগত ১৮ বছর ধরে বারাকা তার কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এসব কার্যক্রমের কারণে সমাজের উপর তার কি কোন প্রভাব পড়েছে? স্বাভাবিকভাবেই এ প্রশ্ন আমাদের সবার মধ্যে রয়েছে। এর উত্তর নিহিত রয়েছে নিম্নে প্রদত্ত একজন আসক্ত ভাইয়ের সহযোগিতার মধ্যে। এরূপ আরো অনেক সাক্ষ্য আছে, সবগুলো এখানে উল্লেখ করা সম্ভব না হওয়ার কারণে কেবলমাত্র একজনের সহযোগিতাই তুলে ধরিছি।

‘আমি প্রথম নেশা শুরু করি ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে যখন আমার বয়স ১৮ বছর। যে সময়টাকে

কথা ছিল আমার পড়াশুনা করার ঠিক সে সময় নেশার কালো ছোবলে আমি অন্ধকার নরকে প্রবেশ করতে থাকি। জীবনে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, আশা ছিল, কিন্তু সেগুলো ধীরে ধীরে একটা ধ্বংসস্তম্ভে পরিণত হতে লাগল। তারপর আমি একা হয়ে গেলাম। একেবারে নিঃসঙ্গ। পরিবার, আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে হয়ে গেলাম বিচ্ছিন্ন। আমি যেখানে কাজ করতাম, সেখানেও আমাকে সন্দেহ করতে লাগল। এইভাবে একসময় আয়ের পথটাও বন্ধ হয়ে গেল। লজ্জায়-অপমানে-হতাশায় ও মানসিক চাপে নেশার চাহিদাও বাড়তে লাগল। এইভাবে চলতে গিয়ে অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হলাম। তারপর অহরহ পুলিশের সাথে সমস্যা হতে লাগল। কখনোবা থানায় কখনোবা জেলে। একসময় মনে হলো নেশা করছি বেঁচে থাকার জন্য, আর বেঁচে থাকছি নেশা করার জন্য। এক পর্যায়ে নিজের প্রতি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলি। নিজের প্রতি বিশ্বাস, আত্ম-সম্মানবোধ এবং মূল্যবোধগুলোর ধীরে-ধীরে মৃত্যু হতে লাগল। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দুর্বিসহ হয়ে উঠছিল। অন্ততঃ এটুকু বুঝতে পারছিলাম জীবন যেই স্তরে চলে গেছে সেখান থেকে ফিরে আসা সম্ভব না। ভাবতাম একদিন হয়তো বিড়াল-কুকুরের মত রাস্তার পাশে না হয় কোন ডাষ্টবিনে এই নরক-যন্ত্রণার সমাপ্তি ঘটবে।

তারপরে মনে পড়ে একদিনের কথা। আমার বলতে প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে, তবুও বলবো। কারণ আমার মনে হয় এ ঘটনাই আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। একদিন আমি নেশায় প্রচণ্ড কষ্ট পাচ্ছিলাম, তখন আমার বড় ভাইয়ের কাছে নিরুপায় হয়ে কিছু টাকা চাই - যার কাছে আমি কোনদিন কিছু চাইনি। সেই ভাই আমার সাথে প্রচণ্ড দুর্ব্যবহার করল এবং বললো, দু’টাকা দিয়ে একটা রুটি কিনে কুকুরকে দেব, তা-ও তোকে টাকা দেব না; তুই কুকুরের চেয়েও খারাপ। সামনে থেকে সরে যা, নইলে লাথি মেরে ড্রেনে ফেলে দেব। আমি সাত বছর নেশা করে যে কষ্ট পেয়েছিলাম, সেইদিন বেশি কষ্ট পেয়েছিলাম। তীব্রভাবে অনুভব করছিলাম আমার ভাল হওয়া দরকার। কিন্তু আমার সকল পথ যে বন্ধ হয়ে গেছে। তখন আমার বাবার কাছে বললাম, হয় কোন হাসপাতালে ভর্তি করে দেন অথবা জেলখানার সেইফ কাস্টোডীতে দিয়ে দেন। বাবা বললেন, আমি তোমাকে চিনি না। আমার পাঁচটি ছেলে আছে, একটি পাঁচ-ছয় বছর আগে মারা গেছে; আমার কাছে তুমি মৃত। বাবার সাথে কয়েকজন লোক ছিলেন। তারা বললেন, আপনাকেই তো ছেলে, এত করে যখন বলছে, শেষ বারের মত একটা সুযোগ দেন। তখন বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন আমাকে জেলে দেবেন। নিয়ে গেলেন থানায়। দারোগা রাখতে চাইলেন না, বরং বাবাকে আরো অপমান করলেন। কারণ দারোগা আমার কীর্তি-কলাপ জানতেন। আরেকজন পুলিশ অফিসার আমাকে বারাকার সন্ধান দিলেন। তারপর বাবা আমাকে বারাকাতে

নিয়ে আসেন। নিয়মিত মিটিং শুরু করি ভর্তি হওয়ার জন্য। একসময় ভর্তি হলো। সারেন্ডার করলাম প্রোগ্রামের কাছে, কেননা আমি জীবন পরিচালনায় অক্ষম হয়ে পড়েছিলাম। বারাকা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। ধীরে ধীরে বারাকা'র সাহায্য-সহযোগিতায় সুস্থতার কাজ শুরু করলাম। অসুস্থ হবার কারণগুলো চিহ্নিত করতে লাগলাম। অনেকগুলো কারণের ভেতর থেকে একটা বড় কারণ হিসেবে যেটা আমি পাই সেটা হচ্ছে - ছোটবেলা থেকেই আর দশটা ছেলের মত আমি বড় হইনি। বাবা-মার আদর, স্নেহ থেকে বঞ্চিত হয়েছি। কারণ ছোটবেলা থেকেই আমি দেখেছি আমার বাবা-মা'র বিচ্ছিন্নতা এবং আমি বড় হয়েছি আমার দ্বিতীয় মায়ের কাছে। দ্বিতীয় মায়ের কাছ থেকে যতটুকু আদর, স্নেহ ভালবাসা চেয়েছিলাম তা পাইনি। তাই আমার কষ্ট-খারাপ লাগা-ক্ষোভ কারও কাছে বলতে পারিনি। নিজের বুকের ভেতর অসহ্য একটা যন্ত্রণা নিয়ে বড় হয়েছি। এগুলো বন্ধদের সাথে শেয়ারিং করে হালকা হতে লাগলাম। বারাকার বিভিন্ন খেরাপীর মাধ্যমে ফিরে পেতে শুরু করলাম আমার আত্ম-সম্মানবোধ, মূল্যবোধ এবং বিশ্বাস - নিজের প্রতি, অন্যের প্রতি এবং সৃষ্টিকর্তার প্রতি। এখন বাঁচতে খুব ইচ্ছা করে এবং মনে হয় প্রতিদিনই আমার কাছে ঈদের দিন। এভাবে প্রায় সাড়ে ছয় বছরেরও বেশি সুস্থ আছি। এইজন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে এবং এই প্রোগ্রামের পরিচালকদের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা আমার জানা নেই'।

৬। কেন্দ্রের অবস্থানিক পরিবর্তন

১ জুলাই ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে বারাকা কেন্দ্রের অবস্থান ছিল মিরপুরস্থ হরিরামপুরের একটা ছোট্ট বাড়ীতে। সেই বছরই দেশে ভয়াবহ বন্যার পানি কেন্দ্রে অনুপ্রবেশ করলে কেন্দ্রটি সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয় লক্ষ্মীবাজারস্থ সেন্ট গ্রেগরি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। সপ্তাহখানেক সেখানে অবস্থান করে মোহাম্মদপুরের আজম রোডে একটা বাড়ীতে বারাকা স্থান করে নেয়। সেখানে ১ বছর থাকার পর মোহাম্মদপুরের ১১/৩ ইকবাল রোডে বারাকা উঠে আসে। সময়ের ও বৃহত্তর পরিসরে প্রয়োজনে বারাকা পুনরায় স্থানান্তরিত হয় ইকবাল রোডেরই অন্য আরেকটি বাড়ীতে ৩/২০ ইকবাল রোডে। এই বাড়ীতে বারাকা দীর্ঘদিন অবস্থান করে এবং এখানে থাকার সময়েই বারাকার মূল চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কর্মসূচীর জন্য ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১ আগস্ট সাভারস্থ কারিতাসের নিজস্ব জমিতে (আহাইল্লার টেক) বারাকার নিজস্ব ভবন "বারাকা হাউজ স্থাপন করা হয়। তখন থেকে মূল কার্যক্রম সেখানেই পরিচালিত হয়ে আসছে, তবে মোহাম্মদপুরস্থ ইকবাল রোডের বড় বাড়ী ছেড়ে অন্য একটা ছোট্ট বাড়ীতে আনুসঙ্গিক যোগাযোগের জন্যে ঢাকার অফিস খোলা রাখা হয়। এই বাড়ীর ঠিকানা ছিল ৯/১০ ইকবাল রোড। পরবর্তীতে নানা কারণে

আরো কয়েকবার বাড়ী বদল করে বর্তমানে ঢাকার অফিস যেখানে অবস্থিত তা হল ৪/১০ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর।

সাভারের বারাকা হাউজটিতে ৩৫ শয্যা বিশিষ্ট আবাসিক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন চলতে থাকে ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাস হতে। যদিও প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা থেকে সাভারের দূরত্ব ও যাতায়াতের অসুবিধার কারণে সেন্টারের কর্মকাণ্ড ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, কিন্তু অচিরেই সবাই উপলব্ধি করতে শুরু করে যে আসক্তদের জন্যে গ্রাম্য নীরব, সবুজ, উন্মুক্ত ও নির্মল পরিবেশই সবচেয়ে বেশি উপযোগী। ক্রমান্বয়ে আসক্তদের সংখ্যা সেখানেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং একটি সময় উপস্থিত হয় যখন সেই ৩৫ শয্যা অপ্রতুল হয়ে দাঁড়ায়। তখন থেকেই সেই পরিসর বৃদ্ধির জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ হয়।

বারাকা কেন্দ্র সাভারে স্থানান্তরের বেশ কয়েকটি কারণ ছিল। প্রথমতঃ সেই সময়ে বিদেশী সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়াটা যথেষ্ট কষ্টসাধ্য হওয়ায় ঢাকা শহরে বড় বাড়ী ভাড়া করে ব্যয়ভার বহন করার মত আর্থিক সম্ভতি বারাকা'র ছিল না। দ্বিতীয়তঃ সাভারে কারিতাসের যে সম্পত্তি ছিল তার উপযুক্ত ব্যবহার করা যাবে যদি কারিতাসের কোন প্রকল্প সেখানে তাদের কেন্দ্র স্থাপন করে। তৃতীয়তঃ বারাকা সেখানে গেলে সেখানকার আয়-সংস্থানের একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। চতুর্থতঃ গ্রাম্য প্রাকৃতিক পরিবেশ আসক্তদের সুস্থতার জন্যে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। ইতোমধ্যে উপরোক্ত কারণগুলোর যথার্থতা প্রমাণিত হয়ে আসছে। সেখানে বর্তমানে সম্পত্তি থেকে ৪০০ থেকে ৫০০ মন ধান উৎপাদিত হয়, মুরগীর খামার (এই মুহূর্তে পুনরায় নতুন করে করা হচ্ছে) পুকুরের মাছ, গোয়ালের গরু, বাগানের শাক-সবুজি ও ফলমূল থেকেও একটা উল্লেখযোগ্য অর্থ আয় হয়। উন্মুক্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আসক্তদের জন্যে কতটুকু উপকারী তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বেশি টাকায় শহরের বাড়ী ভাড়া নেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না এবং সর্বোপরি কারিতাসের সম্পত্তির সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ সম্ভব হচ্ছে বারাকা'র উপস্থিতির জন্যে।

৭। বর্ধিত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী

ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে সময়ের দাবী মেটাতে বারাকা'কে বিভিন্ন সময়ে নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। অধিকতর আসক্তদের সেবাদান, কেন্দ্রের বাইরেও বারাকা থেকে চিকিৎসাপ্রাপ্ত রিকভারীদের দ্বারা দেশে আরো যেসব নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে সেগুলোর প্রতি নৈতিক দায়িত্ব পালন (সেবার মান উন্নত রাখা, পরিচালক-কাউন্সেলর-স্টাফদের প্রশিক্ষণ), দেশের ও বিদেশের সমমনা অন্য কেন্দ্রগুলোর সাথে যোগাযোগ সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি কারণে বারাকার বাহ্যিক

ও অভ্যন্তরীণ কলেবর প্রশস্ত করার প্রয়োজন আর উপেক্ষা করার সুযোগ ছিল না। এসব বিষয় বিবেচনা করে বারাকা'র বর্ধিত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কর্মসূচী আর্ভিত হচ্ছে।

বারাকা তার কর্মসূচী আর কেবলমাত্র নিজের জন্যে সীমিত রাখতে পারছে না। ক্রমাগতই চাপ সৃষ্টি হচ্ছে বৃহত্তর চিকিৎসা ও পুনর্বাসন-এর সাথে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোকে সহায়তা করার। এই দায়িত্ব পালনে বারাকা বন্ধ-পরিকর। তাই ইতোমধ্যেই বারাকা কর্মসূচীর মধ্যে আনা হয়েছে নানা ধরনের পরিবর্তন যার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাংলাদেশে পরিচালিত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা। কারিতাস জার্মানী ও জার্মান সরকারের আর্থিক সহায়তায় বারাকা কেন্দ্রের সম্প্রসারণসহ এমন কিছু আনুষঙ্গিক অবকাঠামো গড়ে তোলা যার মাধ্যমে বারাকা বৃহত্তর আসক্ত সমাজকে পর্যাপ্ত সাহায্য করতে সক্ষম হবে। সাভারের কেন্দ্র অধিকতর সংখ্যক আসক্তের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সুবিধা প্রদানের জন্যে নির্মিত হয়েছে নতুন দালান, আলাদা নির্বিষকরণ ইউনিট, আন্তঃকেন্দ্র যোগাযোগ সম্পর্ক সুদৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় একটি স্বতন্ত্র বাসা ভাড়া নেয়ার প্রক্রিয়া চলমান, দেশী-বিদেশী প্রশিক্ষকগণ আসছেন বারাকাসহ অন্যান্য কেন্দ্রগুলোর পরিচালক-কাউন্সেলর স্টাফদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিতে, চিকিৎসা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সেবাকে আরো কার্যকরী করার জন্যে চলছে নানাবিধ কর্মসূচীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সর্বোপরি বারাকার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলেরই প্রত্যাশা বাংলাদেশের সর্বপ্রথম চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র হিসেবে বারাকা আসক্তদের সেবার ক্ষেত্রে তার মুখ্য ভূমিকা আগামী দিনগুলোতেও পালন অব্যাহত রাখবে।

৮। উপসংহার

মনে হতে পারে প্রতিবেদনটি কিছুটা দীর্ঘ, তবে যেসব বিষয়গুলোকে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে তাদের গুরুত্ব অনুধাবন করে এর চেয়ে সংক্ষিপ্তকারে লেখা সম্ভবই কঠিন। আশা করি পাঠকবর্গ বিষয়গুলো সম্পর্কে মোটামুটি একটা পরিষ্কার ধারণা পেয়েছেন এবং উপলব্ধি করছেন বারাকা কি ছিল, কি আছে এবং আগামীতে কি হবে। আসক্তদের পাশে দাঁড়ানোর দায়িত্ব শুধুমাত্র বারাকা বা অনুরূপ কেন্দ্রগুলোরই নয়; এটা প্রতিটি সচেতন মানুষেরই নৈতিক কর্তব্য। আপনাদের সকলের সহযোগিতাই আমাদের পাথেয়। বারাকার বাইরের ভিতরের সকলের প্রতি রইল আমাদের অনেক অনেক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

কৃতজ্ঞতা :

১. 'এক দশকের বারাকা : বৃক্ষের জীবন', দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ
২. 'বারাকা কি কাজ করে, কি ভাবে করে', দশম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণিকা, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ

চিকিৎসা পরবর্তী মাদকাসক্ত ব্যক্তির পুনর্বাসন

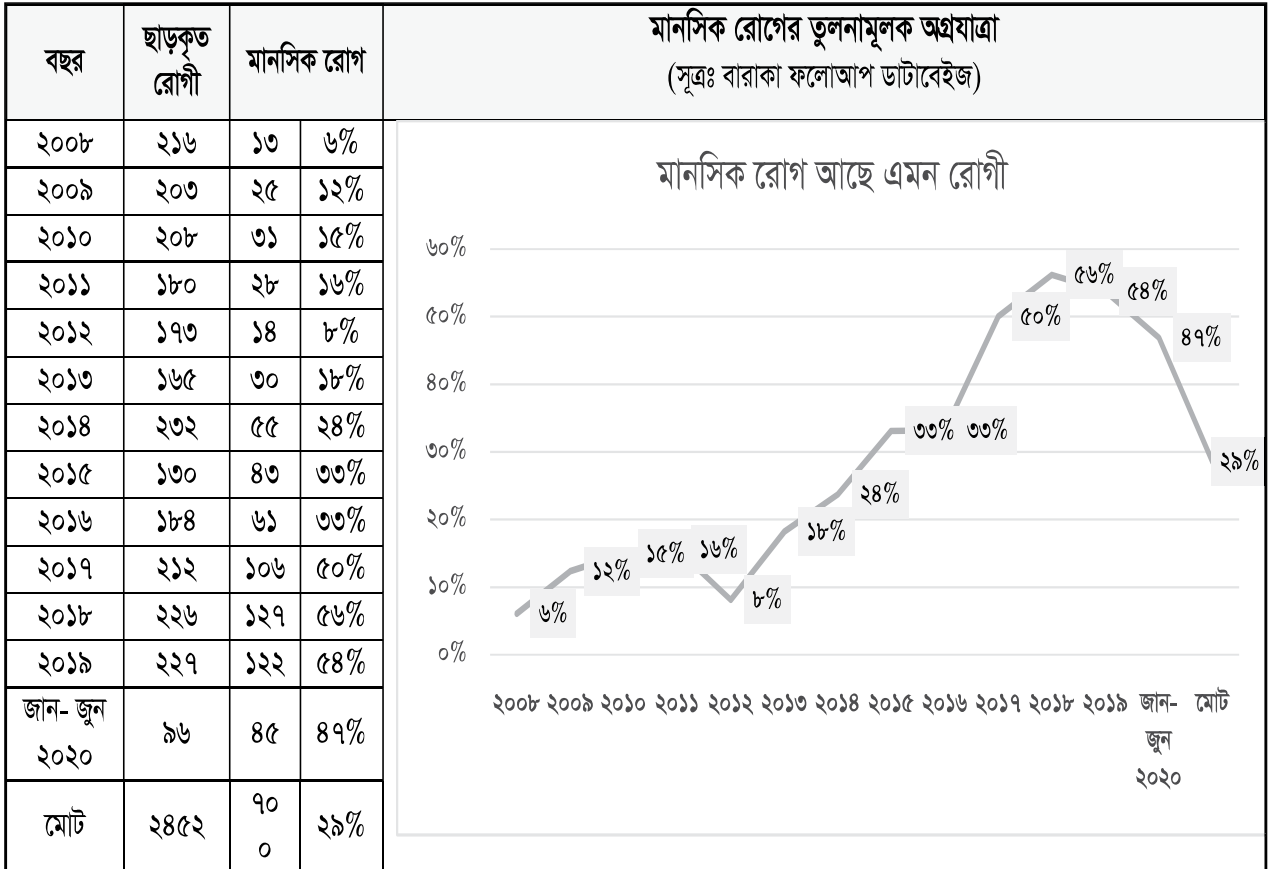
মোঃ আল এমরান (এডুকেটর), বারাকা পুরুষ ডিআইসি

মদ বা মাদকে আসক্তির বিষয়টির অন্তর্নিহিত অর্থ চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করায়। মদ বা মাদক ব্যবহার, অপব্যবহার ও আসক্তি এই বিষয়ের শব্দগত এবং বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য রয়েছে। তবে আসক্তি শব্দের অর্থ এবং গভীরতা, চিকিৎসা ও চিকিৎসা পরবর্তী সেবার প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করে। আসক্ত ব্যক্তি বার-বার মাদক সেবনে প্রচণ্ড টান অনুভব করে এবং এই সেবন করার আকাঙ্ক্ষা বা টান এমনই মারাত্মক যে, বিশেষ মদ বা মাদক প্রাপ্তির জন্য ব্যক্তি সাধারণত ভুল পদক্ষেপ নিতে থাকে; যার পরিণাম হয় আত্মঘাতী। ব্যক্তির মাদক সেবনের পরিমাণ দিনে দিনে বাড়তে থাকে। ফলে ব্যক্তির মধ্যে অতিরিক্ত মদ বা মাদক সংগ্রহ ও সেবনের জন্য

মানসিকতা গড়ে উঠে। সর্বোপরি নির্দিষ্ট সময়ে তা সেবন করতে না পারলে ব্যক্তির শারীরিক-মানসিক বিভিন্ন রকম পীড়াদায়ক সমস্যা তৈরী হয়। প্রচণ্ড পীড়াদায়ক পরিস্থিতির প্রতি আসক্ত ব্যক্তির থাকে ভয় এবং এই অবস্থা হতে উত্তোরণের জন্য আসক্ত ব্যক্তি নেতিবাচক বা অনৈতিক কর্ম সাধন করে থাকে। ক্ষেত্র বিশেষে অনেক কেস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মাদক বিক্রয়, চুরি, ছিনতাই, প্রতারণা, এমনকি দেহ বিক্রি, খুন, জখম ইত্যাদি কর্ম এই পীড়াদায়ক অবস্থা হতে মুক্তির জন্য সংঘটিত হয়। যখন ব্যক্তি উপরোক্ত পরিস্থিতিতে থাকে তখন তার সমস্যার ধরণ, ব্যাপ্তি, বিশালতা, জটিলতা ব্যক্তির একার পক্ষে এমন কি পরিবারের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হয়ে উঠে না বিধায় চিকিৎসা

ও অন্যদের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়।

মদ বা মাদক সেবন ও তা পাবার জন্য আসক্ত ব্যক্তির দীর্ঘদিন ধরে সমস্যা নিয়ে চলা এবং সমস্যা তৈরী হতে হতে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে নিজেকে হারিয়ে ফেলে। এছাড়াও মদ বা মাদকের রসায়নিক গঠনতন্ত্রের পরিণামে ব্যক্তির মধ্যে মানসিক রোগের সৃষ্টি হয়। মাদক নেবার কারণে পূর্বে মানসিক রোগের প্রাদুর্ভাব কম থাকলেও বর্তমান সময়ে বাংলাদেশে ব্যবহৃত প্রচলিত মাদকসমূহ শুধুমাত্র মদ বা মাদকের সমস্যাই তৈরী করছে না, সেই সাথে ভয়াবহ মানসিক রোগের সমস্যাও বৃদ্ধি করছে। বারাকা ফলোআপ ডাটাবেইজ সূত্র হতে আমরা এই বিষয়ে উপলব্ধি করতে পারি- যা নিম্নে দেয়া আছে।



মদ বা মাদকের চিকিৎসার পাশাপাশি মানসিক রোগের চিকিৎসা প্রদান বর্তমান সময়ে বিরাট চ্যালেঞ্জিং বিষয়। মদ বা মাদকের

সমস্যা এবং পাশাপাশি মানসিক রোগের সমস্যা একত্রিত হয়ে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রটাও দ্রুত পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে যার জন্য

চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ও যুগোপযোগী রাখা প্রয়োজন।

বছর	চিকিৎসা সম্পন্নকারী	মাদকমুক্ত জীবন যাপন করছে।	মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন যাপন করেছে (মোট চিকিৎসা সম্পন্নকারী এর সাথে তুলনা করে শতকরা হার) : সূত্র: বারাকা ফলোআপ ডাটাবেইজ
২০০৮	২১৬	৭৭	৩৬%
২০০৯	২০৩	৭৬	৩৭%
২০১০	২০৮	৭৪	৩৬%
২০১১	১৮০	৬৩	৩৫%
২০১২	১৭৩	৫৩	৩১%
২০১৩	১৬৫	৬৪	৩৯%
২০১৪	২৩২	৯০	৩৯%
২০১৫	১৩০	৪৬	৩৫%
২০১৬	১৮৪	৭২	৩৯%
২০১৭	২১২	৭৬	৩৬%
২০১৮	২২৬	৯২	৪১%
২০১৯	২২৭	৮১	৩৬%

উপরের চিত্র হতে দেখা যায় যে, বারাকা চিকিৎসা ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ায় মদ বা মাদকে আসক্ত ব্যক্তিদের অনেকেই মাদকমুক্ত সুস্থ জীবনে ফিরে আসে। এই মাদকমুক্ত সুস্থ জীবনে ফিরে আসার পিছনে ব্যক্তি নিজে, পরিবারের সদস্য, মাদকমুক্ত অন্য বন্ধু ও চিকিৎসা কেন্দ্রের সমন্বিত ধারাবাহিক সেবা কার্যক্রম সহায়তা করে।

চিকিৎসা কেন্দ্রের শিক্ষাকে জীবনে প্রয়োগ করা: একজন ব্যক্তি তার জীবনের সর্বশ্ব হারিয়ে নিতান্ত বাধ্য হয়েই বা পরিবারের বা শুভাকাঙ্ক্ষীদের ইচ্ছায় দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসন চিকিৎসায় অংশগ্রহণ করে। সাধারণত প্রথম দিকে চিকিৎসা কেন্দ্রের জীবন-যাপন ও শিক্ষাসমূহ ভাল না লাগলেও একটি নির্দিষ্ট সময় পর মনোযোগী হতে শুরু করে। অনিয়মিত জীবন একটি নিয়মের মধ্যে চলে আসে এবং নিয়মিত জীবনের পথ চলার মধ্যদিয়ে ভাল ভাল শিক্ষাসমূহ রপ্ত করার একটি ধারাবাহিক সদিচ্ছা গড়ে ওঠে। ফলে চিকিৎসাকালীন সময়ে পরিবারের ও অন্যান্য সকলের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা তৈরী হয় এবং বিশ্বাস আসে যে, ব্যক্তিটি মাদকমুক্ত থাকার পথে এগিয়ে যাচ্ছে। আত্ম-উন্নয়নের অব্যাহত প্রচেষ্টা তাকে একজন ভাল মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদে চিকিৎসা সমাপ্ত করে স্বাভাবিকভাবেই ব্যক্তিটি তার পরিবার ও সমাজে ফিরে যায়। পরিবার ও সমাজে ফিরে গিয়ে ব্যক্তিটি তার আত্ম-উন্নয়নের কাজসমূহ পরিবারিক জীবন-যাপনের সাথে সামঞ্জস্য রেখেই অব্যাহত রাখতে পারলে তার ইতিবাচক জীবনযাত্রা মাদকমুক্ত থাকতে

সহায়ক হবে। চিকিৎসাকালীন অভ্যস্ততা ও পরিবারের কেন্দ্রিক জীবন-যাপনের মধ্যে সমন্বয় সাধনে চিকিৎসা কেন্দ্রের সহায়তা ও পরিবারিক সদস্যদের তা বুঝতে পারা জরুরী। চিকিৎসা কেন্দ্রের শিক্ষা চিকিৎসা কেন্দ্রেই সীমাবদ্ধ এবং পরিবারের জীবন-যাপন পূর্বের মতো হলেই ব্যক্তির জীবনে পুনরায় মদ বা মাদকে আসক্ত হয়ে পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

প্রয়োজনে কাউন্সেলর ও সেন্টারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা: চিকিৎসাকালীন সময়ে একজন কাউন্সেলরের তত্ত্বাবধানে নিজেকে পরিবর্তনের জন্য ইতিবাচক কাজগুলো ব্যক্তি করে থাকে। যেহেতু কাউন্সেলর ও চিকিৎসা সংশ্লিষ্ট অন্যরা তার সম্পর্কে সার্বিক ধারণা রাখেন, সেহেতু একজন গ্রহণযোগ্য মানুষ হিসেবে পরিচালিত করার পথে ব্যক্তিকে তারা প্রয়োজনীয় সহায়তা করতে পারেন। চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে পারিবারিক, সামাজিক কর্ম জীবনে বিভিন্ন জটিলতা কাটিয়ে উঠতে শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহায়তার পাশাপাশি প্রয়োজনে চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা এবং কাউন্সেলরের পরামর্শ গ্রহণ করা সুস্থ মাদকমুক্ত জীবনকে দীর্ঘায়িত রাখতে সহায়ক হয়।

সঠিক পরিকল্পনা থাকা: দৈনন্দিন রুটিন, সাপ্তাহিক ও মাসিক পরিকল্পনা থাকা সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনে কার্যকরী। পরিকল্পিত অর্থ ব্যবস্থাপনা ব্যক্তির আর্থিক সমতা রক্ষায় কাজ করে বিধায় মাদকমুক্ত সুস্থ জীবনে এর চর্চার গুরুত্ব রয়েছে। অপরিপক্বিত ও অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় অন্যান্য সকল রুটিন ও পরিকল্পনাকে বাধাগ্রস্ত করে এবং দৈনন্দিন চলার পথের ছন্দ

হারিয়ে যায়। তাই একটি সুস্থ দৈনন্দিন রুটিন এবং সঠিক অর্থ ব্যবস্থা মাদকমুক্ত সুস্থ জীবনে চলার পথের জন্য থাকা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে মাদকমুক্ত জীবনের প্রথম ১-২ বছর বিভিন্ন রকম পরিবর্তন ও আর্থিক ব্যবস্থাপনার বিষয়টি চিকিৎসা কেন্দ্রের সহায়তায় এবং পরিবারকে জ্ঞাতকরণ পূর্বক হলে সাধারণত ভাল ফল বয়ে আনে।

পরিবার কেন্দ্রিক জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হওয়া: মদ বা মাদকে আসক্তি একটি পরিবারকেন্দ্রিক রোগ। দীর্ঘদিন মদ বা মাদকে আসক্ত জীবন যাপনের ফলে পরিবারের প্রিয় মানুষগুলোর সাথে বিভিন্ন রকম অবিশ্বাস গড়ে ওঠা ও জটিলতার সম্পর্ক তৈরী হয়। এই অবস্থায় চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে পরিবারের সাথে দীর্ঘ সময় থেকে সকল মানসিক দূরত্ব ও জটিলতা কাটিয়ে উঠতে কর্মসূচী থাকা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে একজন ব্যক্তি পরিবার হতে বিবর্জিত জীবন-যাপন বা পরিবারে থেকেও বিচ্ছিন্ন জীবন-যাপন করে মদ বা মাদকে আসক্ত হয়; তেমনি একজন ব্যক্তি মদ বা মাদক মুক্ত সুস্থ জীবনে পরিবারের সহযোগিতা ও পরিবারের একজন হিসেবে নিজেকে পরিচালিত করতে পারলে সাধারণত সুফল আশা করা যায়।

দ্বন্দ্ব নিরসনে পারিবারিক কাউন্সেলিংয়ে যোগ দেয়া: চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন জটিলতার বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরী হয়; এই সকল দ্বন্দ্ব সমাধানে খোলামেলা কথা বলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে কার্যকরী। তবে কিছু ক্ষেত্রে যেমন মদ বা মাদক কেন্দ্রিক বিষয়ে বা অন্যান্য

জটিলতর বিষয়ে চিকিৎসা কেন্দ্রের সহযোগিতা এবং পারিবারিক কাউন্সেলিং ভাল কাজ করে। যেহেতু চিকিৎসা কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের এসকল জটিলতায় করণীয় বিষয়ে অভিজ্ঞতা রয়েছে তাই চিকিৎসা পরবর্তী জীবনে সুস্থ থাকার জন্য চিকিৎসা কেন্দ্রের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রয়োজনীয়। মদ বা মাদকে আসক্তি ও এর প্রভাবে সৃষ্ট মানসিক সমস্যা দীর্ঘমেয়াদি জটিল রোগ, তাই চিকিৎসা কেন্দ্রের চিকিৎসা পরবর্তী চলমান সেবাসমূহ সাদরে গ্রহণ করা এবং নির্দিষ্ট মেয়াদান্তে পারিবারিক কাউন্সেলিং ও অন্যান্য সেবার সহযোগিতা সুস্থ মাদকমুক্ত থাকতে সাহায্য করে। চিকিৎসা শেষে চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা বা এরূপ লজ্জাজনক, অপমানজনক, বিরূপ পরিস্থিতি বারংবার সম্মুখীন না হওয়ার প্রচেষ্টা ব্যক্তির মদ বা মাদকে আসক্তির সম্ভবনাকে বাড়িয়ে দেয়।

মানসিক রোগের ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ঔষধ সেবন করা: প্রথমে মদ বা মাদকে আসক্তির জন্য সৃষ্ট মানসিক রোগের সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। চিকিৎসা কেন্দ্রের সহযোগিতা, মানসিক রোগের চিকিৎসকের পরামর্শ, বিভিন্ন রকম ম্যাগাজিন, নিবন্ধ ও ওয়েবসাইট হতে প্রয়োজনীয় ধারণা লাভ করা জরুরী। যেহেতু এই অসুস্থতা দীর্ঘমেয়াদি চলমান থাকে সেহেতু দীর্ঘদিন চিকিৎসা কেন্দ্র বা মনোচিকিৎসকের সহায়তা এই অসুস্থতাকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে। এটা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরী যে, অসুস্থ ব্যক্তি বা তার পরিবার দীর্ঘমেয়াদি চিকিৎসা গ্রহণে ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে, যা তার পুনরায় অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দেয়। আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, মদ বা মাদকে আসক্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের মধ্যেও মানসিক রোগের সমস্যা থাকা স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে দ্বিধাদ্বন্দ্ব এড়িয়ে তাদেরও মনোচিকিৎসকের ও চিকিৎসা কেন্দ্রের সহায়তা প্রয়োজন।

চিকিৎসা কেন্দ্রের সহায়তায় সুস্থতাগামী অন্য ব্যক্তিবর্গের সাথে কর্মসূচীতে যোগদান করা: চিকিৎসা কেন্দ্রের উদ্যোগে বা সহযোগিতায় বা আয়োজনে সুস্থ মাদকমুক্ত জীবনে ফিরে আসার সহায়ক বিভিন্ন রকম কর্মসূচীতে ব্যক্তির যোগদান সুস্থতায় সহায়ক হয়। এক্ষেত্রে পরিবারের সদস্যরাও কর্মসূচীগুলোতে যোগদান করতে পারেন। সুস্থ স্বাভাবিক মাদক মুক্ত জীবন চর্চা করা ব্যক্তিবর্গের সহভাগিতা বা জীবনের চলার পথ অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রেরণা তৈরী করে। জীবনের বিভিন্ন জটিলতর সমস্যা অতিক্রম করার জন্য সুস্থ মাদকমুক্ত ব্যক্তিটির নিকট হতে জীবনমুখী শিক্ষা লাভ করা যায়।

এই সকল সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিবেশ, শিক্ষা, নৈতিকতা পূর্বের স্মৃতিমহন ব্যক্তির আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তোলে।

কর্মে যোগদান ও দায়িত্ব গ্রহণ করা: চিকিৎসা পরবর্তী সময়ের প্রথম দিকে কাজ কর্ম পাওয়া কঠিন হলেও বিভিন্ন কর্মে যোগদান মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন যাপনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। একটি কর্মে যোগদান করে নিজের দায়িত্ব নিজে বহন করা এবং ধীরে ধীরে পরিবারের দায়িত্বসমূহ যথাযথ পালনের মাধ্যমে একজন দায়িত্ববান ব্যক্তি হিসেবে গড়ে ওঠে। কাজের দায়িত্ব ও পরিবারের দায়িত্ব সুস্থ পারিবারিক জীবনে ফিরে আসার পথকে সুগম করে। বিভিন্ন কেস বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, একজন মদ বা মাদকমুক্ত ব্যক্তি চিকিৎসা পরবর্তী জীবনে নিজের ও পরিবারের দায়িত্বসমূহ অন্যান্য সাধারণ সময়ের চেয়ে সুন্দর-সুচারুভাবে পালন করে থাকে।

আইনানুগ জীবন-যাপনে অভ্যস্ত হওয়া: চিকিৎসাকালীন সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রের পরিবেশের সাথে মানিয়ে চলা বা চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রথাসমূহ মেনে চলার মাধ্যমে আত্ম-উন্নয়নের অভ্যাস করা হয়। এই সমস্ত প্রথা বা নিয়মসমূহ মেনে চলার জন্য ব্যক্তি প্রস্তুত হয় এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন আইন সমূহকে (যা পূর্বে অনেক সময় তোয়াক্কা করা হতো না) মেনে চলার মতো সুস্থ মানসিকতা তৈরী হয়। বেআইনী প্রথাবিরহীন জীবন বা বিশৃঙ্খল জীবন যাপন মদ বা মাদকে আসক্ত ব্যক্তিটির চরম সর্বনাশ নিয়ে এসেছিল। তাই চিকিৎসা কেন্দ্রের সহায়তায় শৃঙ্খলা ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের চর্চার সাহায্যে চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে আইনানুগ জীবন-যাপনের মর্ম বা ফলাফল ব্যক্তি উপলব্ধি করতে পারে। এটা উল্লেখ্য যে, ব্যক্তি যদি আইন মান্য করতো তবে তার পক্ষে কখনই বেআইনীভাবে সংগৃহিত মদ বা মাদক সেবন করা সম্ভব হতো না। তাই চিকিৎসা পরবর্তী জীবনে আইনানুগ জীবনের স্বত্তি উপলব্ধি করার সাহায্যে মাদকমুক্ত সুস্থ জীবনের চর্চা জরুরী।

বারাকা হতে চিকিৎসা সম্পন্নকারী অনেক মদ বা মাদকে আসক্ত ব্যক্তি উপরোক্ত বিষয়সমূহ মেনে চলার সাহায্যে অদ্যাবধি মাদকমুক্ত, সুস্থ ও গুণগত মান সম্পন্ন জীবন-যাপন করছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে বারাকা ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ হতে প্রথম দীর্ঘমেয়াদি পুনর্বাসনভিত্তিক চিকিৎসা কার্যক্রম আরম্ভ করে এবং অদ্যাবধি হতাশাগ্রস্ত আসক্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের জীবনে প্রতিনিয়ত সুস্থতার আশার দীপ জ্বালিয়ে যাচ্ছে।

পথশিশুদের মানসিক যত্ন

(১১ পৃষ্ঠার পর)

অভিভাবকদেরকে আর্থিক সাহায্যের পাশাপাশি মানসিক সেবা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। কারণ শিশুদের অত্যাধিক অভিভাবকেরা নিজেদেরও কষ্ট, হতাশা প্রকাশের জায়গা পেলে তারা নিজেদের প্রতি একই সাথে শিশুদের প্রতিও মনযোগী হবে। এখানে শতকরা ১২% শিশুর মা/ বাবা পথশিশু হওয়ায় তারা আজও দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। কেন্দ্রে বর্তমানে সেবা গ্রহণকারী শতকরা ৮% শিশুর মা/বাবার বয়স ১৮ বছরের নিচে। এই ধরনের অভিভাবকগণ বর্তমান ও অতীতে নিজেরাই পথ শিশু হওয়ায় তারা মাদকাসক্তি, আবেগ নিয়ন্ত্রণে অসমর্থ হওয়াসহ সমাজবিরোধী বিভিন্ন কার্যকলাপে লিপ্ত আছে।

কাউন্সেলিংয়ে শিশুরা রাগ নিয়ন্ত্রণ করা, নিজেকে স্থির রাখার বিভিন্ন কৌশল, জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, নিজের উদ্বেগ, হতাশা থেকে বের হওয়ার বিভিন্ন কৌশল, নিজেকে স্থির রাখার কৌশল শিখছে। অভিভাবক কাউন্সেলিংয়ে শিশুর সাথে শিশুর অভিভাবকের সম্পর্ক উন্নয়নের উপর জোর দেওয়া হয়। এছাড়া মানসিক রোগীদেরকে সরকারী হাসপাতালে রেফার করা হয়।

কেন্দ্রের সার্বিক কার্যকলাপের সাথে প্রয়োজনীয় কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে নিজের ক্ষতি করা (৮%) ও আত্মহত্যার চেষ্টা (৪%) উল্লেখযোগ্য হারে কমে এসেছে। বর্তমানে মাদক সেবনের হার ৪০%।

মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার সুবাদে সুযোগ হয়েছে এই পথের শিশুদের খুব কাছাকাছি আসার। তাদের জীবনের অতীত ও বর্তমান শুনছি তাদের মুখ থেকে। প্রতিদিন শুনছি একটি শিশুর পথশিশু হয়ে ওঠার বাস্তব গল্প। আমি আপনি আমরা সকলে একত্রিত হয়ে তাদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়ালে হয়তো এই শিশুদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আর পথ শিশু হয়ে জন্ম নেবে না। বাংলাদেশের বাস টার্মিনাল, লঞ্চঘাট, হাট-বাজার, মাজার, পার্ক, ফুটপাথ, সড়ক, মহাসড়ক কোথাও খুঁজলে আর একটিও পথশিশু পাওয়া যাবে না। বারাকা এই স্বপ্ন নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। আর পথশিশুরাও হাঁটছে বারাকার হাত ধরে।

পথশিশুদের মানসিক যত্ন

তানিয়া সুলতানা (কাউন্সেলর)

বারাকা মেয়ে পথশিশু দিবা ও রাত্রিকালীন আশ্রয় কেন্দ্র

বাংলাদেশ মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঔষধ প্রদান করা হয়। সহায়তা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (বারাকা) শিশুদের বিভিন্ন জরুরী অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ঢাকার বাবুবাজারে পথশিশুদের নিরাপদ আশ্রয় প্রদানের উদ্দেশ্যে ‘দিবা ও নৈশকালীন আশ্রয় কেন্দ্র’ নামে ছেলে ও মেয়ে শিশুদের জন্য দুটি পৃথক আশ্রয় কেন্দ্র নির্মানের মাধ্যমে গত ১১ বছর ধরে শতাধিক পথশিশুদের সেবা প্রদান করে আসছে। এখানে শিশুদের জন্য পুষ্টিকর খাবার, পোশাক, থাকার জন্য নিরাপদ আশ্রয়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য সেবাসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করে আসছে।

মাদক সেবনের কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের তুলনায় শিশুরা বেশি ঝুঁকিতে আছে, বিশেষ করে পথশিশুরা। এই বাস্তবতা থেকে পথ শিশুদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় কেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে বারাকা’র কর্তৃপক্ষ। এরই ধরাবাহিকতায় ২০১০ খ্রিস্টাব্দে কামালবাগে ছোট পরিসরে পথ শিশুদের নিয়ে কার্যক্রম শুরু হয়। পথশিশুদের ঝুঁকি-হাসকরণ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও দুপুরের আহাির বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের কাজ শুরু করে ‘বারাকা শিশু দিবা আশ্রয় কেন্দ্র’। ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে বিল্লাল শাহ মেডিসিন মার্কেটের নিজস্ব ভবনে ৪ জন কর্মী নিয়ে বারাকা পথ শিশুদের জন্য দিবা ও নৈশকালীন আশ্রয় কেন্দ্র হিসাবে তার কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তী বছর অর্থাৎ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শিশুদের তিন বেলা খাবারের ব্যবস্থা চালু করা হয়। এসময় একজন খণ্ডকালীন চিকিৎসক নিয়োগ প্রাপ্ত হন যিনি শিশুদের সার্বিক চিকিৎসার বিষয় তত্ত্বাবধান করেন। ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে কেন্দ্রের ১২জন শিশুকে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। এসময় শিশুদের জন্য একজন কাউন্সেলর নিয়োগ প্রাপ্ত হন।

‘ফেক্সয়ারি’ ২০১৯ এ মেয়ে শিশুদের জন্য পৃথক কেন্দ্রে সেবাদান কার্যক্রম শুরু হয়। একই বছর মেয়ে শিশুদের সেন্টারে পৃথক একজন খণ্ডকালীন চিকিৎসক, একজন পূর্ণকালীন প্যারামেডিক, একজন খণ্ডকালীন কাউন্সেলর নিয়োগ প্রাপ্ত হন। এছাড়া ২০১৯ ও ২০২০ খ্রিস্টাব্দে শিশুদের ভিসিটি টেস্ট করানো হয়

ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ঔষধ প্রদান করা হয়। শিশুদের বিভিন্ন জরুরী অবস্থায় চিকিৎসার জন্য ২০১০ খ্রিস্টাব্দ থেকে কেন্দ্রের নিকটবর্তী একটি সরকারী হাসপাতালে রেফার করা হচ্ছে।

সেন্টারে সেবাহ্রহণকারী একটি শিশুর জীবন চিত্র:

সুরমা (ছদ্মনাম) ১২ বছর বয়সী একটি মেয়ে শিশু। বাবা ভাস্কারি কাজ করে। মা মাদক ব্যবসা, শিশু পাচার ও পতিতা বৃত্তি পেশার সাথে যুক্ত। তারা ৪ বোন ১ ভাই। ভাইটি অতিরিক্ত মাদক সেবনে লিভার নষ্ট হয়ে মারা যায়। সুরমার বয়স যখন ৭ বছর তখন তার বড় দুই যমজ বোন - যারা সুরমাকে খুব ভালবাসতো, খেয়াল রাখত - নিজের পছন্দে বিয়ে করে এবং মায়ের সাথে এ নিয়ে দ্বন্দ্ব হয়। এই ঘটনায় দু’বোন ও মাসহ পরিবারের কারো সাথে আর কোন সম্পর্ক রাখেনা।

বড় দুবোনকে হারিয়ে সুরমা অনেক বড় আঘাত পায়। সুরমার তৃতীয় বোন মাদকাসক্ত এবং যৌনকর্মী। সুরমাকে তার তৃতীয় বোন মাদক গ্রহণে বাধ্য করে এবং এক সময় সুরমাও তামাক জাতীয় মাদকে আসক্ত হয়ে পড়ে।

সুরমার তখন ৮ বছর। একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে সে আবিষ্কার করে তার নিজের বাবা তাকে ধর্ষণ করছে। পরদিন সে তার মাকে জানায় এবং বাসা থেকে বের হয়ে রাস্তায় বসবাস শুরু করে।

বারাকার আউটরিচ কর্মীদের মাধ্যমে সুরমা আশ্রয় কেন্দ্র আসে ও থাকতে শুরু করে। ইতোমধ্যে সুরমার মাকে পুলিশ আটক করে ও চৌদ্দ বছরের জেল হয়। সুরমা দুইবার প্রেমে ব্যর্থ হয়।

উপরের ঘটনাগুলোর কারণে সুরমা বিষন্নতায় আক্রান্ত হয়। তার মধ্যে আত্মহত্যার চিন্তা আসছে। বর্তমানে তার নিয়মিত কাউন্সেলিং চলছে এবং মানসিক ডাক্তার দেখানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে।

সুরমা নাচ, গান ও পড়ালেখায় পারদর্শী। আশ্রয় কেন্দ্রে নাচ ও গানের প্রশিক্ষকরা সুরমার প্রতিভার যত্ন নিচ্ছে। তাকে কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করা হয়েছে।

কেন্দ্রের নিয়মিত সেবা গ্রহণ ও কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে সুরমা মাদক সেবন থেকে বেরিয়ে এসেছে। সুরমা চায় বড় হয়ে সে একজন সঙ্গীত শিল্পী হবে। পাশাপাশি সে অনাথ শিশুদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালনা করার স্বপ্ন দেখে।

সুরমার মতো আশ্রয় কেন্দ্রের প্রতিটি শিশুর প্রতি এখানকার কর্মীরা সর্বদা যত্নশীল। এখানে শিশুরা নিজের অতীতের বিভিন্ন তীব্র আঘাত বয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তাছাড়া রাস্তায় থাকা কালীন তাদের নিজের বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে বাঁচতে হয়েছে। ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে কিছু মানসিক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। যেমন অতিরিক্ত রাগ, উদ্বেগ, হতাশা, বিষন্নতা, দুঃস্বপ্ন, নিজের ক্ষতি করার প্রবণতা, আত্মহত্যা প্রবণতা ইত্যাদি।

শিশুরা এইসকল মানসিক সমস্যা থেকে বের হওয়ার জন্য এখানে একজন পেশাদার কাউন্সেলরের কাছ থেকে নিয়মিত কাউন্সেলিং সেবা পাচ্ছে। এর বাইরে ক্লাশ-সেশনে তারা নিজের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হচ্ছে। নিয়মিত কাউন্সেলিং সেবা গ্রহণে শিশুরা এখন নিজের সম্পর্কে আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে। নিজের ক্ষতি করা, আত্মহত্যা প্রবণতা কমে এসেছে। পারিবারিক কাউন্সেলিংয়ের মাধ্যমে শিশুর সাথে পরিবারের সম্পর্ক উন্নয়ন হয়েছে। শিশুরা সকল কর্মীদের সমান মনোযোগ পাচ্ছে। সার্বিকভাবে মানসিক যত্নের ব্যাপারে ব্যাপক গুরুত্ব আরোপ করায় শিশুরা ধীরে-ধীরে মানসিকভাবে সুস্থতার পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বারাকা মেয়ে শিশু দিবা ও নৈশকালীন কেন্দ্রের শিশুদের মানসিক অবস্থা নিম্নরূপঃ

বর্তমানে শতকরা ৮০% শিশুর মধ্যে অনিয়ন্ত্রিত আবেগ দেখা যায়। যেমন হঠাৎ রেগে গিয়ে গালি দেওয়া, মারামারি করা, নিজের ক্ষতি করা (৪০%), আত্মহত্যার চেষ্টা করা (২০%) ইত্যাদি। ৪৫% শিশু মাদকে আসক্ত এবং পতিতা বৃত্তিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছে ৪১% শিশু। কিছু সংখ্যক শিশুর মধ্যে জন্মগত ও মাদক গ্রহণের ফলে কিছু মানসিক রোগ দেখা যায়। যেমন সিজোফ্রেনিয়া, সমাজবিরোধী ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তিত্বের গোলযোগ ইত্যাদি। প্রায় ৮% শিশুর মধ্যে এই ধরনের মানসিক রোগ দেখা যায়।

প্রতিষ্ঠানটি শিশুদের পাশাপাশি এখন শিশুর

(১০ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মাদকনির্ভরশীলতা ও পরিবার

জাকিউল আলম মিলটন

এডুকেটর, বারাকা পুরুষ মাদকাসক্ত চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

কথা হচ্ছিল একজন প্রথম শ্রেণীর অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মকর্তার সঙ্গে। তিনি খুব আক্ষেপের সঙ্গে জানাচ্ছিলেন যে, “আমার সন্তানটা মাদকাসক্ত হয়ে পড়েছে, কিছুতেই তাকে সুস্থ করতে পারছি না। সন্তান বারবার অভিযোগের আঙ্গুল তোলে আমার দিকে, সবকিছুর জন্য নাকি আমিই দায়ী!” বাবা বিশ্বাসের সাথে জানতে চান সত্যি কি আমি দায়ী? আমার দায় কতটুকু? এ অবস্থায় আমার কিইবা করার আছে?

মাদকাসক্ত চিকিৎসা কেন্দ্রে সন্তানের সঙ্গে বাবার যতবারই সাক্ষাৎ হয় শুরুতে দুই একটি ভাল কথা দিয়ে শুরু হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই তা রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। সন্তানের মধ্যে চাপা অসন্তোষ, মুহূর্তে বিস্ফোরিত হয়। সন্তান অভিযোগ করতে থাকে বাবাই তার জীবনটা নষ্ট করে দিয়েছে, ইত্যাদি।

উল্লেখিত এই ঘটনা থেকে যে বিষয়টি বোঝা যায় তা হলো বাবা ক্ষমতাহীন অসহায়, সন্তানের সঙ্গে রয়েছে বাবার দূরত্ব। সন্তানের ভাবনাগুলো যেমন বাবার কাছে অপরিচিত তেমনি বাবার পরিকল্পনাও সন্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং বাবা ও সন্তানের মধ্যে শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব যা দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষেত্রেরই ইঙ্গিত বহন করে। ভঙ্গুর পারিবারিক কাঠামো, ক্রমবর্ধমান মনোসামাজিক চাপ, অগভীর আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক মানুষকে নিঃসঙ্গ করে। এসব কিছুই মানসিক অসুস্থতার কারণ। আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রণীত ডায়াগনোস্টিক অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিকেল ম্যানুয়েল অব মেন্টাল ডিজঅর্ডারস (ডিএসএম-৫) ও ইন্টারন্যাশনাল ক্লাসিফিকেশন অব ডিজিজ (আইসিডি-১০) রোগের শ্রেণী বিন্যাসদ্বয়ে মাদকাসক্তিকে মানসিক রোগের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদিও মাদকনির্ভরশীলতা রোগটি কেন হয় বা কাদের হয় এ বিষয়ে বিজ্ঞান সুনির্দিষ্ট কোন সিদ্ধান্ত দিতে পারেনি। কিন্তু পরিবার ও চারপাশের পরিবেশ মাদকনির্ভরশীলতা রোগটির ঝুঁকি হ্রাস-বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা জানি মাদকমুক্ত থাকা ও পুনঃআসক্তি রোধে সুন্দর পারিবারিক সহ-অবস্থান সহায়ক সম্পদের মত কাজ করে।

উপরিউক্ত পরিস্থিতিতে সন্তানের সঙ্গে অভিভাবকের দ্রুত কমিয়ে সু-সম্পর্ক স্থাপন করা প্রথম করণীয়। যেন উভয়ের অবিশ্বাস

ও সন্দেহ দূর হয়। সু-সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশলগুলো কার্যকর।

- ১। মন দিয়ে পরস্পরের কথা শুনুন।
- ২। ব্যক্তিগত আক্রোশ প্রদর্শন না করে তাকে আশ্বস্ত করুন যে আপনি তার প্রতিপক্ষ নন।
- ৩। সন্তানের আবেগ দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে তার গতিবিধির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন।
- ৪। পরিস্থিতি যেন ব্যক্তিগত আক্রোশে পরিণত না হয়।
- ৫। পরিস্থিতিকে জটিল না করে সবকিছুর সহজ সমাধান খোঁজা।
- ৬। অতিরিক্ত জোড়া জুড়ি না করা।
- ৭। সন্তানকে গুরুত্ব দিন।
- ৮। সম্পর্কগুলোর প্রতি যত্নশীল হোন।

কিছু ক্ষেত্রে সু-সম্পর্ক স্থাপনে মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা বাধা সৃষ্টি করে, ফলে ক্লায়েন্ট অনমনীয় আচরণ করতে থাকে। এই পর্যায়ে ক্লায়েন্টের মনোরোগ চিকিৎসকের সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। এমন অসুস্থতায় একটি পরিকল্পিত ও সমন্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা এই অচলায়তন ভাঙতে পারে।

সন্তান সদ্য বিবাহিত বয়স ২৩ বছর। একমাত্র সন্তান। ছোটবেলা থেকেই অতি আদরে বড় হয়েছে। মা মূলত সন্তানের মঙ্গলের জন্যই প্রতিটি পদক্ষেপ কেমন হবে তা শিখিয়ে দিয়েছেন। এ মুহূর্তে মা ভাবছেন সন্তানের বিয়েটা ভুল জায়গায় দিয়ে ফেলেছেন। যেই ভাবা সেই তৎপরতা বিয়ে ভাঙ্গার জন্য। মা প্রথমে তাবিজ কবচ করে, পরে বউমার সঙ্গে অসহযোগিতা শুরু করে। কিন্তু নিজ সন্তানকে ঠিক বুঝতে দিচ্ছেন না তিনি ঠিক কি করতে চাইছেন। এ ধরনের অবস্থা সন্তানকে উভয় সংকটে ফেলে দেয়।

এমন অভিভাবকদের প্রায়ই দেখা মেলে যারা অতিথির সামনে তার ছোট শিশুটিকে খাবার খেতে অনুমতি দেন, আবার চোখের ইশারায় সন্তানকে খাবার খেতে নিষেধও করে থাকেন। এই অবস্থা সন্তানের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে। সন্তানের মধ্যে এমন দ্বন্দ্বের সূত্রপাত যেসব পিতামাতা খুব অবলীলায় করে থাকেন তারা হয়তো জানেনই না এই দ্বন্দ্বের আচরণগত ফলাফল কত সুদূরপ্রসারী ও ভয়ংকর হতে পারে! এই দ্বন্দ্বের ফলে সন্তানের বিকাশ

বাধাগ্রস্ত হয়। একটা সংকটময় মানসিকতা নিয়ে বড় হতে থাকে, যা তার মধ্যে উদ্বেগের জন্ম দেয়। এর ফলে মানসিক অসুস্থতার সূত্রপাত হতে পারে। আমরা জানি উদ্বেগ বা চাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য অনেকে মাদক গ্রহণ করে। পারিবারিক সম্পর্কগুলো যত চাপমুক্ত সহজ হবে ততই ঝুঁকিমুক্ত থাকবে পারিবারিক পরিবেশ।

একথা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি মানুষের বেড়ে উঠার পিছনে যে মনোভাব কাজ করে সেখানে পরিবারের ভূমিকাই অগ্রগণ্য, সেই সঙ্গে সামাজিক ও বংশগতির প্রভাবতো আছেই। পরিবার থেকেই আমরা শিখি কিভাবে আমরা এই পৃথিবীকে দেখবো? এই পৃথিবী সংঘাতময়, নাকি আনন্দময়, নাকি বিষাক্ত? শৈশব থেকে পরিবারই তা শিখিয়ে থাকে। পিতামাতার মধ্যে প্রতিনিয়ত মতের অমিল, ঝগড়াঝাটি সন্তানের মধ্যে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়।

এছাড়াও পরিবারের বড়দের মাদক গ্রহণ দেখে ছোটরা নিজ পরিবারের মধ্যেই নেতিবাচক রোল মডেল পেয়ে যায়। কিশোর বয়সে বড় হওয়ার বাসনা আর ক্ষমতাবান হওয়ার ইচ্ছায় বড়দের অনুকরণ করতে পারে। এভাবেই ভুল বার্তা ছড়িয়ে পরতে পারে পরিবারে ও সমাজে।

সাম্প্রতিক সময়ে আমরা পূর্বের যেকোন সময়ের তুলনায় অনেক বেশি সংঘাতময়। আমরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য শুধুই শক্তির প্রয়োগ করি এবং তা সঞ্চয় করি।

কখনো শক্তির ঘাটতি পরলে আমরা নিজেরা শংকিত হই, নিরাপত্তাহীনতায় ভুগি। এভাবে আমরা কখনো অন্যকে ভয় দেখাই বা নিজেরা ভয় পাই। এর ফলস্বরূপ আমরা পরস্পর থেকে প্রতিনিয়ত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছি। বিচ্ছিন্নতা/একাকিত্ব মাদকনির্ভরশীলতার দিকে ঠেলে দেয়।

জীবন সম্পর্কে ভুল দৃষ্টিভঙ্গি জীবনকে জটিল করে তোলে, জটিলতামুক্ত জীবন যাপনের জন্য পরিচ্ছন্ন দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। প্রয়োজন পারিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রীয় মূল্যবোধের অনুশীলন। সাফল্যের পিছনে ছুটে গিয়ে আমরা স্বার্থপরতার চক্রে আবর্তিত হচ্ছি যা আমাদের অতৃপ্তিবোধকে বাড়িয়ে চলছে ক্রমাগত।

আমাদের লক্ষ হওয়া উচিত সুখি হওয়া এবং তাতে চাইলে ব্যক্তিগত স্বার্থের বাইরে এসে সামষ্টিক স্বার্থের কথা ভাবা। শুধু নিজে নিজে সুখি হওয়া নয়, অন্যকেও সুখের ভাগ দিতে হবে। দিতে পারার মধ্যেই প্রকৃত সুখ। দেয়া নেয়ার এই ভারসাম্যটা একদিন জীবনকে সুন্দরভাবে দেখতে শেখাবে এবং চমৎকারভাবে আশাকে পথ দেখাবে।

দুধ মাখা ভাত কাকে খায়

এ্যাঙ্কনী প্রিন্স গমেজ

সিনিয়র এডমিন অফিসার, বারাকা

দেশে এখন ৫০ লাখ মাদকাসক্ত। কোন কোন হিসাবে এই সংখ্যা ৭০ লাখ। অঙ্কের এই ভয়াবহতার তুলনায় মানবিক বিপর্যয়ের দিকটা আরো বেশি ভয়ানক। সারা দেশের নারী-পুরুষ, তরুণ-বৃদ্ধ এমনকি কিশোরদের একটা বিরাট অংশ আজ মাদকাসক্ত।

“আমার পরিবারের কেউ মাদকাসক্ত নয়। আমি বা আমার পরিবারের কেউ মাদকাসক্ত হতে পারে না। অন্যেরা মাদকাসক্ত হয়ে পড়বে আমার কিছু হবে না, আমি তো অল্প খাই।” এইরকম রকমারী অস্বীকার এর ঘুম থেকে উঠে যদি দেখতে পান আপনার প্রাঙ্গণেই, ঘরে মাদকের তাগুব নৃত্য চলছে তবে তা সামলানোর জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি আপনার আছে তো? নগর পুড়লে দেবালয় কি এড়ায়? সমাজের আর দশজন যদি ভুক্তভুগী হয় তবে তার আঁচ কি আপনার ঘরে, আপনার এবং আপনার আদরের সন্তানের উপর পড়বে না?

কারো মাদকাসক্তির জন্য পরিবার কি দায়ী? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া খুব সহজ নয়। তবে পরিবার দায়ী না হলেও কিছু কিছু পারিবারিক কারণ এবং পারিবারিক ধরণ পরিবারের কাউকে আসক্ত হতে সাহায্য করতে পারে। পরিবারে উপস্থিত বিভিন্ন দূষিত, অসুস্থ দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ, বিশ্বাস ও আচরণ পরিবারের একজনকে ঠেলে দিতে পারে সক্রিয় আসক্তির দিকে।

বাস্তবতার খাতিরে এখন এই মাদকের অভিশাপ থেকে বাঁচতে হলে শুধু সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা যথেষ্ট নয়, চাই মাদকের বিরুদ্ধে সমন্বিত চেষ্টা। সন্তানের আগেই মা-বাবাকে বিরত থাকতে হবে, জানতে হবে মাদক/মদ সম্পর্কে। মাদক/মদ কি? কেন মানুষ মাদক/মদ খায়? এর ক্ষতিকর প্রভাব কি? কি করণীয়? তবেই রক্ষা করা যাবে আদরের সন্তানকে মাদকের ভয়াবহ খাবা থেকে।

“অতীত থেকে আজ পর্যন্ত যেসব প্রতিষ্ঠান চলে এসেছে তাদের মধ্যে পরিবারই সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে পড়েছে। পূর্বে পরিবার থেকে যে সুখ পাওয়া যেত আজকাল আর তা পাওয়া যায় না। মাতাপিতা আর সন্তানের সম্বন্ধের মধ্যে এমন একটা বিকৃতি দেখা দিয়েছে যার ফলে পরিবারের ভিত্তি নড়বড়ে হতে চলেছে।”---

---বর্ড্রান্ড রাসেল (সুখ, পৃ-১৪৯)

আমরা খোলা চোখে আমাদের চারপাশে তাকালে উপরের বক্তব্যের বাস্তবতা দেখতে পাবো। যৌথ পরিবার ভেঙ্গে একক পরিবারের

সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। অনেক একক পরিবার বাস্তবতার প্রয়োজনে, প্রতিযোগিতা দৌড়ে টিকে থাকতে গিয়ে, খরচ ও অর্থের যোগান দিতে গিয়ে মা-বাবা উভয়েই চাকুরী এবং তথাকথিত সমাজসেবার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ছেন। পরিবারের সন্তান বড় হচ্ছে কিভাবে? কার কাছে? সন্তানরা কি শুধু বড় হচ্ছে শরীরে? তার মনের খবর কে রাখছে? মা-বাবা দিন শেষে বাড়ী ফিরে কতটুকু মানসিক স্থিরতা নিয়ে সন্তানের কাছে বসতে পারেন? ক্লান্ত শরীর ও মনে গৃহস্থালী কাজ করতে গিয়ে মা-বাবার অবস্থা কেমন দাঁড়ায়? দিন পেরিয়ে মাস, মাস পেরিয়ে বছরের পর বছর যখন একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয় তখন সম্পর্ক, সন্তান, সংসার কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়? হঠাৎ যখন একদিন লক্ষ্য করেন, নিজের ও সন্তানের দিকে ফিরে তাকান তখন বড্ড দেরী হয়ে গেছে। বড্ড দেরী হয়ে যায়। বহুল উচ্চারিত সংলাপ শুনতে পাওয়া যায় তখন; “কার জন্য এত কিছু করলাম? সারাজীবন শুধু দিয়েই গেলাম। শুধুমাত্র আমি, আমি বলেই এই সংসার করলাম! তোদের জন্য কি না করেছি? তোদের কোন চাওয়া অপূর্ণ রেখেছি? তোরা মুখ ফুটে চাওয়ার আগেই সব দিয়েছি। কেন এমন করলি? কাদের জন্য করলাম?” চলুন, আজ নিজেকেই এই প্রশ্নগুলি অগ্রীম করে ফেলি। সত্যিই তো কেন? কেন এমন হয়? চলুন বদলাই নিজেকে। এই বর্তমানকে বদল করতে পারলেই বদলাবে ভবিষ্যৎ।

বর্ড্রান্ড রাসেল এর ভাষায় পরিবার হচ্ছে ঘনবদ্ধ একক। সুতরাং ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য পারিবারিক সম্পর্ক দ্বারা প্রভাবিত হয়। শৈশব মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সময়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের গঠন কেমন হবে, তার বিকাশের শক্তি কতটুকু থাকবে, শারীরিক ও মানসিক দিক দিয়ে কতটুকু সুস্থ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবে তার ভিত্তি গড়ে ওঠে শৈশবকালে। শৈশবকালেই রচিত হয় তার পাণ্ডলিপি। যা সে সারা জীবন ধরে মেনে চলে। সুতরাং বলা যায় আজকের মানুষটি বর্তমানে যেমন তা তার শৈশবকালেরই ফলাফল। শৈশবের গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে প্যারেন্টিং বা অভিভাবকত্ব। শিশুর প্যারেন্টিং কিভাবে হয়েছে বা হচ্ছে তার উপর অনেকটা নির্ভর করে শিশুর মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠা।

শিশু তার পাণ্ডলিপি (যা সে সারাজীবন মেনে চলে) ৭ বছরের মধ্যে লেখা শেষ করে। এই সময় শিশু তার চারপাশে যা দেখে, শোনে, অনুভব ও অভিজ্ঞতা করে স্বাভাবিকভাবেই তার

অধিকাংশ বা সম্পূর্ণটাই শিশু তার পাণ্ডলিপির মধ্যে রাখবে। এবং যার প্রকাশ ঘটবে পরবর্তী জীবনে। শিশুকে ঘিরে থাকে তার মা-বাবা। তারপর অন্যেরা। শিশু দেখে মা-বাবা কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কযুক্ত হচ্ছে, আচরণ করছে ইত্যাদি। শিশু শোনে মা-বাবা পরস্পরের সাথে কি কথা বলছে, কিভাবে বলছে, কোন শব্দ ব্যবহার করছে ইত্যাদি। শিশু অনুভব করে তার মা-বাবা তার এবং চারপাশের পরিবেশের সাথে কেমনভাবে যুক্ত, অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গী, তারা কতটুকু সুখী-অসুখী ইত্যাদি বিষয়।

শিশু বা সন্তান আজ যে আচরণ করছে তার দায় শুধুমাত্র নির্দিষ্ট শিশুটি বা সন্তানের নয়। অভিভাবক হিসেবে আমরা কি এই দায় স্বীকার করি? নাকি পারস্পরিক দোষারোপ, এড়িয়ে যাওয়া, সহিংসতা, হতাশা, উদ্বেগ দ্বারা পরিস্থিতি আরো খোলাটে করে তুলি? সন্তান ধারণ, জন্মান ও লালন-পালন করা একক কাজ নয়। পরিবার ও পরিবেশের যৌথ মিথস্ক্রিয়া। শুধুমাত্র একক ব্যক্তি নয় বরং পারিবারিক তথা সামাজিক পরিবেশ ইতিবাচক করার মধ্য দিয়ে শিশুর সুস্থ বেড়ে ওঠার পরিবেশকে নিশ্চিত করা যায়।

অভিভাবকত্ব (প্যারেন্টিং) এর ধারণা কিছুটা পাওয়া যেতে পারে কহলীল জিবরানের কবিতা থেকে-

“তোমাদের শিশুরা তোমাদের শিশু নয়।

জীবনের জন্য জীবনের প্রবল আকাঙ্ক্ষার পুত্রকন্যা তারা। তোমাদের মাধ্যমে আসে কিন্তু তোমাদের থেকে আসে না,

এবং তারা তোমাদের সঙ্গে আছে

কিন্তু তারা তোমাদের কেউ নয়।

তোমরা শিশুদের ভালোবাসা দিতে পারো কিন্তু তোমাদের চিন্তাগুলি নয়, কারণ তাদের আছে নিজস্ব ভাবনা।

তোমরা তাদের মতো হতে চেষ্টা করতে পারো কিন্তু তাদেরকে তোমাদের মতো করে তুলতে চেষ্টা করো না।”

আমাদের শিশুরা আমাদের মধ্যদিয়ে পৃথিবীর আলো দেখতে পায়। কিন্তু তাদের রয়েছে নিজস্ব জীবন। তারা আলাদা একজন মানুষ। আমার জীবনে যা সত্যি তা তার জীবনে সত্যি না ও হতে পারে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতাই শেষ কথা নয়। আমাদের সন্তানদের জন্য সবচেয়ে বড় উপহার হতে পারে আমাদের সময়, আমাদের সুস্থতা। আমরা শুধুমাত্র আমাদের সন্তানদের পাশে থাকতে পারি, দিতে পারি আমাদের আনন্দিত সময়। ব্যস! ওইটুকুই! বাকীটা তারা নিজেরাই শিখে নেবে জীবনের হাত ধরে। বর্ড্রান্ড রাসেল বলেছেন, ‘একজন সুখী মা, একজন অসুখী মায়ের চেয়ে ভালো জননী হতে পারেন’।

সন্তানের সুষ্ঠু বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অপরিহার্য। পিতা/মাতা, অভিভাবক হিসেবে পাশে থেকে আমরা জানতে পারি সন্তানদের পছন্দ-অপছন্দ, মানসিক চাহিদা, গতি-প্রকৃতি ইত্যাদি। সেই সঙ্গে জানতে পারি সন্তানের ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিগুলো। সন্তানের বয়ঃসন্ধিকালের সময়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ (১৩-১৯বছর)। কেননা এ সময় তার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো পরিপূর্ণতা লাভ করে। বয়ঃসন্ধিকাল হল সবচেয়ে রহস্যময়, জটিল, স্পর্শকাতর একটি পর্ব। ব্যক্তির বিকাশের অন্যান্য স্তরগুলোর তুলনায় এটি সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধি অনেক কম। ভিন্নভাবে বললে বলা যায়, সন্তানের প্রতিটি দিনই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ এই আবিষ্কার আমাদের সাথে আমাদের সন্তানদের সম্পর্কে ভিন্ন মাত্রা এনে দিতে পারে।

কৈশোরে অনেকটা হঠাৎ করেই যে শারীরিক পরিবর্তন শুরু হয় তার মানসিক অভিঘাত ব্যক্তির পরবর্তী বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এ সময়ে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে পরিবর্তন হয় তা নিম্নরূপ:

তাদের মধ্যে নিজস্ব পরিচয়, আত্মসম্মানবোধ, স্বাধীনতা-এ বিষয়গুলোর খোঁজ তৈরি হয়।

- বড়দের মত আচরণ করে কিন্তু ছোটদের মতো অনেক কিছু পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকে।
- শারীরিক বিভিন্ন পরিবর্তনকে অসম্ভব, অস্বাভাবিক মনে হতে থাকে এবং এ জন্য নিজেকে দায়ী মনে হয়।
- অনেক বেশি স্বপ্নপ্রবণ হয়।
- তারা বিশ্বাস করে যে, কেউ তাকে বুঝতে চায় না এবং বুঝতে পারবে না।
- বিপরীত লিঙ্গের প্রতি কৌতুহল ও আকর্ষণ বোধ করে।
- আবেগ তাড়িত হয়ে কাজ করে।
- লাজুক ও সংকোচভাব দেখা দিতে পারে।
- বন্ধু বান্ধবের সঙ্গ এবং তাদের প্রতি নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।
- নিজের প্রতি অপরের বেশি মনযোগ দাবি করে এবং স্নেহ-ভালোবাসা পেতে চায়।

আমরা যখন এই বয়সের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কথা বলবো তখন তারা কিভাবে নেয়, কিভাবে প্রতিক্রিয়া করবে সেটি খেয়াল রাখতে হবে। যখন বকাবকি করছি তখন খেয়াল করতে হবে তারা কোন বয়সের? এতে তারা কতটুকু অভিমান করতে পারে আর এমন বকাবকি করে তাদের শুধরে দেওয়া যাবে কিনা? সন্তানের সঙ্গে মা-বাবার সম্পর্ক হবে সহজ, স্বাভাবিক ও সুন্দর। এ সময়ের শারীরিক পরিবর্তনের সাথে যাতে করে সে খাপ খাওয়াতে পারে সেইজন্য

তাকে সার্বিক সহায়তা করা প্রয়োজন। মা-বাবার উচিত তাদের অপরূপ স্বপ্নগুলো ছেলেমেয়েদের উপর চাপিয়ে না দিয়ে তাদের স্বপ্নগুলোর ভাগ নেওয়া। এই বয়সে তাদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনগুলো সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সহায়তা করতে পারলে সন্তানের সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

দেখা গেছে আসক্তদের মধ্যে অনেকেই মাদক অপব্যবহার কৈশোরে শুরু করে। মাদক অপব্যবহার আসলে নিজের সাথে, পরিবার, দল (পিয়ার গ্রুপ) ও সমাজের সাথে খাপ খাওয়ানোর বা নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার বিকল্প প্রচেষ্টা মাত্র।

যে বালক/বালিকা সুস্থ ও সঠিক পথে খাপ খাওয়াতে শিখেছে, শিখেছে বিভিন্ন শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক চাপ ও দ্বন্দ্বের সফল সমাধান, মাদকদ্রব্য তাকে সহজে স্পর্শ করতে পারেনা। কিন্তু ব্যক্তি জীবনে ও সমাজ জীবনে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ যারা তাদের আচরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় নানা ধরনের নেতিবাচক প্রবণতা ও প্রতিক্রিয়া এবং যদি মাদক/মদ তার পরিবেশের মধ্যে অবস্থান করে তবে সেসবের অপব্যবহারের সম্ভাবনা অত্যন্ত বেড়ে যায়।

বিভিন্ন পারিবারিক ধরণ এবং পারিবারিক পরিবেশ যেভাবে একজনকে সক্রিয় মাদকাসক্তির জন্য প্রভাবিত করে :

ক) পিতা/মাতার যেকোন একজনের মাদক/মদ ব্যবহার সন্তানদের মাদকাসক্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বাড়িয়ে তোলে। পিতা/মাতার মাদকাসক্তি পরিবারে একটি অস্থিতিশীল অবস্থার জন্ম দেয়। পিতা/মাতার মাদকাসক্তির মধ্য দিয়ে সন্তানরাও তা-ই শেখে। সঙ্গে সঙ্গে আরো শেখে আসক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত মন-মানসিকতা, দৃষ্টি ভঙ্গি, আচরণ, অভ্যাস এবং মূল্যবোধ। এর বাইরে তারা সন্তানদের ভালো অন্য কিছু শেখাতে ব্যর্থ হয়। আসক্ত পিতা/মাতারা আসক্তজনিত কারণে সবসময়ই তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে থাকেন। কখনো হয়ে ওঠেন অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং ভালবাসাপূর্ণ আবার কখনো হয়ে ওঠেন অত্যন্ত দায়িত্বহীন, উশৃঙ্খল, স্বার্থপর, একাকী এবং বিচ্ছিন্ন।

অনেক সময়ে বাবা/মা তাদের আগের দিনের খারাপ ব্যবহারকে প্রচুর ভালবাসা দিয়ে মুছে দিতে চান। যখন ভালবাসার প্রাচুর্যে সন্তানদের দম আটকে আসে। আবেগীয় এবং আচরণগত এই অস্থিতিশীলতার মধ্যে সন্তানদের মনে জন্ম নেয় নিরাপত্তাহীনতাবোধ। সবসময়ে তারা ভয়ে থাকে আবার কখন কি হয়। এ অবস্থার মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে সন্তানদেরও শিখতে হয় নিজেদের অবস্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাবা/মার সঙ্গে কিভাবে সম্পর্কিত থাকতে হয়। তাই কখনো তারা আচরণ করে শিশুর মতো এবং পর মুহূর্তেই দায়িত্বশীল পিতা/মাতার মতো। অনিশ্চয়তা, সন্দেহ এবং কোনটা সত্যিকার স্বাভাবিক এই দ্বন্দ্বের মধ্যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গী

গড়ে উঠে যার পরিসমাপ্তি হয় সক্রিয় আসক্তির মধ্য দিয়ে। আবার কেউ মাদকাসক্ত না হলেও পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়া তাদের জীবনে নিয়ে আসে বিভিন্ন দুঃখ এবং ব্যর্থতা।

খ) যেসব পরিবারের মধ্যে সন্তানেরা বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার হয়, যেমনঃ- কথা/বার্তা, আচরণ, মানসিক এবং শারীরিক। যৌন নির্যাতনের কথাও যথেষ্ট শোনা যায়। পরিবারের এই নির্যাতনমূলক মনোভাবের কারণে সন্তানেরা নিজেদের মূল্যহীন ও গুরুত্বহীন মনে করতে পারে যা সন্তানদের সুস্থ মানসিক বিকাশ ব্যহত করে। এই কারণে এই ধরনের পরিবারের সন্তানেরা অধিকাংশই মাদকাসক্তির স্বীকার হয়।

গ) পারিবারিক অবহেলার মধ্যদিয়ে বেড়ে ওঠা সন্তানেরা কখনো নিজেদেরকে বিশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ একজন হিসেবে ভাবতে পারে না। ফলে তাদের মানসিক বৃদ্ধি বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। নিজেদেরকে তারা দুর্বল মনে করে এবং শক্তিশালী কোন ব্যক্তি অথবা ঘটনার প্রভাবে খুব সহজেই ভুল পথে পরিচালিত হতে পারে এবং এই বিভ্রান্তির মধ্যেই তারা বেঁচে থাকার আনন্দ, উত্তেজনা খুঁজে পায়। এছাড়া জীবনও তাদের কাছে শূন্য মনে হয়। এই শূন্যতা পূরণের জন্য অনেকে আশ্রয় নেয় মাদকের।

সন্তান অনেক কিছু ভালোর মধ্যে সামান্য কিছু খারাপ করলেই তার কপালে জোটে গালমন্দ এবং উপদেশ কেমন করে আরো ভাল করা যায়। এছাড়াও সন্তানদের চালচলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে সারাক্ষণ নেতিবাচক সমালোচনা ইত্যাদি তাদের নিষ্ফল করে সীমাহীন লজ্জার ভিতরে। এই অবস্থায় তারা কোন দায়িত্ব নিতে ভয় পায় ফলে নিজের উপর কোন আস্থা গড়ে ওঠে না। অব্যাহত এক মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে তারা বেড়ে ওঠে। নিজেদের তারা সবসময় মনে করে খারাপ অযোগ্য এবং পিতা/মাতার অশান্তির কারণ। এসকল কারণে তাদের মনের গভীরে থাকে তীব্র ক্ষোভ এবং যন্ত্রণা। সবার প্রতি তাদের অবিশ্বাস এবং সন্দেহ গড়ে ওঠে। এই সাময়িক অবস্থা তাদের সক্রিয় আসক্তির দিকে ঠেলে দিতে যথেষ্ট।

ঘ) কিছু পরিবারে বাবা/মা উভয়েরই অস্বাভাবিক আচরণ লক্ষ্য করা যায়। পারিবারিক অবস্থা দাঁড়ায় চলমান জাহাজের ডেকে মার্বেল খেলার মতো। এই পরিবেশে সন্তানদেরও স্বাভাবিক সম্পর্কের সঙ্গে অভ্যস্ত হওয়ার সুযোগ কম থাকে। পিতা/মাতার এই অস্বাভাবিকতা সন্তানদের সুস্থ মন-মানসিকতা গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে আত্মঘাতী কার্যক্রমের সামিল। এইরকম পরিবেশে সন্তানদের ভিতরে গড়ে ওঠে নিরাপত্তার অভাব এবং সঙ্গী হয় একাকীত্ব। তারা ভালবাসা পাবার গভীর আকাঙ্ক্ষায় থাকে। অথচ কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না। পারিবারিক সম্পর্ক, আচরণ

ইত্যাদির ক্ষেত্রে অব্যাহত পরিবর্তন, জটিলতা, বিচ্ছেদ ইত্যাদি পরিবেশে এই অস্থিতিশীলতা ধীরে-ধীরে তাদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে সক্রিয় আসক্তির দিকে।

উল্লিখিত পারিবারিক কাঠামাগুলো অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। পরিবেশের এই অব্যাহত চাপ সন্তানদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে তা শুধু সময়ই বলতে পারে। পরিবারের সার্বিক মঙ্গলের জন্য, সন্তানকে মাদকাসক্তি থেকে দূরে রাখার জন্য-পারিবারিক পরিবেশ পরিবর্তন এবং উন্নয়নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে মাদকাসক্তির বিরুদ্ধ কার্যকরী প্রতিরোধ।

আমাদের সমাজে অধিকাংশ পিতা/মাতাই মাদকদ্রব্যের ভয়াবহতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা রাখেন না বলেই হয়তো ভাবেন “আমার সন্তান কখনোই এই কাজ করবে না”। পিতা/মাতারা সন্তানকে সন্দেহ নয় বরং সন্তান সম্পর্কে সজাগ ও সতর্ক থাকলে মাদকের ভয়াবহ রাস্তা থেকে সন্তানকে দূরে রাখতে সক্ষম হবেন। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, মা-ই তার সন্তানদের সাথে বেশি খোলামেলা। অতএব একজন মা-ই পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের তুলনায় সম্ভবত প্রথম তার মাদকাসক্ত সন্তানকে সনাক্ত করতে পারেন। নিম্নে মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের লক্ষণগুলো দেওয়া হলোঃ-

- ১) হঠাৎ আচার-আচরণের পরিবর্তন। অর্থাৎ সে আগের মতো কারো সাথে মিশছে না, কথা বলছে না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে।
- ২) একা একা সময় কাটানো।
- ৩) অসময়ে বা গভীর রাতে সন্তানের বাড়িতে ফেরা। যেন পরিবারের অন্যান্যদের কাছ থেকে ড্রাগ আসক্তির কথা গোপন রাখা যায়।
- ৪) নতুন বন্ধু-বান্ধবের আগমন। অপরিচিত সন্দেহজনক লোকের সঙ্গে কথা/বার্তা বলা। ঘন ঘন অপরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকে টেলিফোন আসা। টেলিফোন পাওয়ার পরই আপনার সন্তানের ঘর ছাড়া কিংবা আপনি টেলিফোন ধরলে তা হঠাৎ করে কেটে যাওয়া।
- ৫) হঠাৎ করে হাত খরচ বেড়ে যাওয়া।
- ৬) অল্পতেই রেগে যাওয়া, মেজাজ গরম করা, আপনার উপর কিংবা ছোট ভাই/বোন, পরিবারের অন্য সদস্যদের উপর হাত তোলা।
- ৭) অসময়ে ঝিঁমুনি, টেলিভিশন দেখতে গিয়ে ঝিঁমুনি।
- ৮) কথা/বার্তা জড়িয়ে যাওয়া।
- ৯) চোখের নিচে কালি পড়া।
- ১০) ঢুলু-ঢুলু চোখ, রগরগা লাল চোখ আড়াল করার জন্য কালো সানগ্লাস ব্যবহার করা।
- ১১) খাওয়াতে অরুচী কিংবা অল্প খেয়ে উঠে যাওয়া।

- ১২) মাঝে মাঝে বমি করা।
- ১৩) পড়াশুনা এবং অন্যান্য খেলাধুলায় অমনযোগিতা।
- ১৪) স্কুল/কলেজে না যাওয়া এবং স্কুল/কলেজে যাওয়ার নাম করে অন্যত্র সময় কাটানো।
- ১৫) মিষ্টি, তরল জাতীয় খাওয়ার প্রতি হঠাৎ ঝাঁক বাড়া।
- ১৬) সিগারেট বা নেশা করার জন্য গভীর রাতে ঘুম থেকে উঠা।
- ১৭) বাথরুমে অনেকক্ষণ ধরে সময় কাটানো এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় সূঁচ ফোটানোর দাগ পাওয়া।
- ১৮) সকালে তাড়াহুড়া করে প্রায়ই বেড়িয়ে যাওয়া।
- ১৯) পোশাকে অমনযোগী হয়ে পড়া, ছেড়া/নোংরা পোশাক পড়া।
- ২০) স্নান না করা, দাঁত না মাজা, নোংরা থাকা।
- ২১) ঘরের কিছু কিছু জিনিস, টাকা/পয়সা প্রায়ই উধাও হয়ে যাওয়া।
- ২২) ক্রমাগত মিথ্যা বলার প্রবণতা ও সব কথায় তর্ক এবং যুক্তি খাটানো।
- ২৩) সবসময় একটা কিছু লুকানোর ভাব করা।
- ২৪) দেরী করে ঘুম থেকে উঠা, অসময়ে বিছানায় শুয়ে থাকা।
- ২৫) ঘরের বিভিন্ন জায়গায় পোড়া কাগজ, ব্রেড, ম্যাচের কাঠি পাওয়া।
- ২৬) অসংলগ্ন কথাবার্তা ও আচরণ।

(উল্লিখিত আচরণগুলো মাদক/মদ ছাড়া ও বিভিন্ন কারণে ঘটতে পারে। একাধিক আচরণগুলো কারো মাঝে লক্ষ্য করলে পেশাদার কারো সাথে পরামর্শ করুন।)

সুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, পরিবারের ধরণ সন্তানের মাদকের গ্রহণের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে ও সন্তানকে একজন সুন্দর মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে বিশাল ভূমিকা পালন করে। সন্তান গঠন ও মাদক/মদ প্রতিরোধে পিতামাতার করণীয় :

যেকোন পরিস্থিতিতে বিশেষভাবে সন্তানদের যখন কোন সমস্যা থাকে তাদের জানতে দিন যে পিতামাতা হিসাবে তাদের প্রতি আপনি কত বেশি লক্ষ্য রাখেন।

- ১) শিশুকাল থেকেই আপনার সন্তানদের মূল্যবোধ (Values) সম্পর্কে শিক্ষা দিন। প্রতিদিন আপনিও সেই মূল্যবোধ নিয়ে জীবন-যাপন করুন।
- ২) আপনার ঘরকে নিরাপদ, নিরঙ্কুশ এবং ইতিবাচক আশ্রয়ে পরিণত করুন। পরিবারের প্রত্যেকের স্বাভাবিক (Privacy) যথাসম্ভব নিশ্চিত করুন।
- ৩) সন্তানকে নিজেদের কাজের দায়িত্ব নিতে দিন। তাহলে অসঙ্গত আচরণজনিত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তারা তাড়াতাড়ি শিক্ষা নিতে পারবে।
- ৪) সন্তানদের জন্য আপনি পথ প্রদর্শক হোন। তাদের বাড়ীর কাজে, সামাজিক

পরিস্থিতিতে, ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত ব্যাপারে, অনুভূতি প্রকাশ করতে এবং বুঝতে সাহায্য করুন। তাদের আত্মশক্তিকে পরিচালনা করার জন্য সাহায্যকারী হিসাবে পাশে থাকুন।

- ৬) সন্তানদের কার্যকলাপ এবং বন্ধু এবং সঙ্গীদের ব্যাপারে খবর রাখুন। সন্তানরা যে সব জায়গায় সব সময় যাওয়া-আসা করে সে জায়গাগুলো সম্পর্কে জানতে হবে।
 - ৭) সন্তানদের সংগে খোলামেলা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরী করতে হবে যাতে করে তারা নিজে থেকেই তাদের বন্ধুবান্ধব ও কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করে।
 - ৮) পরিবারের সব সদস্যই মাদক/মদ এর ক্ষতির দিকগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানুন।
 - ৯) ধৈর্য ধরে সন্তানদের সব কথা শোনার জন্য অভিভাবকরা নিজেদের প্রস্তুত রাখবেন।
 - ১০) সন্তানের মঙ্গলের জন্য পরিবারের সদস্যরা যথেষ্ট সময় দেবেন।
 - ১১) সন্তানদের সামাজিক, মানসিক, লেখাপড়া সংক্রান্ত অর্থনৈতিক চাহিদাগুলো যথাসম্ভব মেটাতে হবে, তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়ে তাদের প্রত্যাশা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না।
 - ১২) পরিবারের সদস্যরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবেন, প্রায়ই তারা সবাই মিলে আনন্দদায়ক কিছু কার্যকলাপের পরিকল্পনা করবেন এবং পরিবারের সবাই মিলে সুন্দর সময় কাটাবেন।
- মাদকাসক্তি একটি অসুস্থতা যা শুধুমাত্র শারীরিক চিকিৎসার মাধ্যমে ভালো হয় না। আসক্তির এ অগ্রগামীতাকে সাফল্যজনকভাবে রোধ করা সম্ভব। পুনর্বাসন পদ্ধতির মধ্য দিয়েই সুস্থতার পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।
- ট্রেনিং করে, বই পড়ে বা ৩০০ শব্দের লেখা পড়ে অভিভাবকত্ব কিভাবে করতে হয় তা শেখা যায় না বলে আমার ব্যক্তিগত অভিমত। এইসব কার্যক্রমের মাধ্যমে আমরা আরো সচেতন হতে পারি। সন্তানের জন্য শুধুমাত্র “ভালোবাসা” অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটাবে না। ভালোবাসা শুধু এক প্রকারের আবেগ নয়। ভালোবাসা হলো ক্রিয়া। সচেতনতা ও ভালোবাসাই পারে এই আঁধার কাটাতে।
- আমাদের খুকী-খোকার জন্য মাথা ভাত আর যেনো কাকে না খেয়ে যায়। আমরা নিজেরা ভালো থাকি। আদর-যত্নে, ভালোবাসায়, দুধে ভাতে ভালো থাকুক আমাদের খোকা-খুকুরা।
- (তথ্য সহায়তা : বারাকা এ্যাওয়ানেস মডিউল, দৈনিক প্রথম আলো, বদলে যাচ্ছি আমি-কালীপ্রসন্ন দাস, HAZELDEN Education Materials 1991) ১৯

সমবায় সমিতি নির্বাচন ও খ্রিস্টান সমাজ

হিমেল রোজারিও

ভারতীয় উপমহাদেশে দরিদ্র কৃষকদের জন্য কবি গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সমবায় সমিতির উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। দরিদ্র কৃষকেরা যেনো মহাজনের সুদের কবল থেকে রক্ষা পায় সেই চিন্তা করে ক্ষুদ্র আকারে সমবায় সমিতি গড়ে তুলতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তারই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে সমবায় অঙ্গণে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের অবদান অনস্বীকার্য। পবিত্র ক্রুশ সম্প্রদায়ের ফাদার চার্লস যোসেফ ইয়াং সিএসসি প্রায় ৬৬ বছর পূর্বে ঢাকায় কিছু খ্রিস্টভক্ত নিয়ে সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি বর্তমানে দক্ষিণ এশিয়ায় সবচেয়ে বড় সমবায় সমিতিতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে সেটি হচ্ছে ঢাকা ক্রেডিট। এর পরপরই অন্যান্য সমিতির যাত্রা শুরু হয়। আমাদের খ্রিস্টান সমাজের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হচ্ছে সমবায় সমিতি। যা আমাদের প্রত্যেকের বিপদের বন্ধু। তাই আমাদের জাতীয় কবি নজরুল ইসলাম তার গানে বলেছেন- ‘দুঃখ জয়ের নবীন মন্ত্র সমবায়’।

কোনো সমবায় সমিতি :

দরিদ্র কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে সমবায় সমিতির যাত্রা শুরু হয় আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে। কিন্তু যুগের বিবর্তনে আজ সমবায় সমিতিগুলোতে বিভিন্ন প্রকল্প রয়েছে। সেসকল প্রকল্পে ঋণ প্রদান করছেন। বর্তমানে কোনো সমবায় সমিতি কৃষকদের কোনো ধরনের উন্নত মানের বীজ প্রদান অথবা কোনো ধরনের প্রশিক্ষণ বা সেমিনার প্রদান করে কিনা তা আমার জানা নেই। যদিও কৃষকের ভাগ্য উন্নয়নের জন্যই কিন্তু আমাদের এই সমবায় সমিতিগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। অনেক সমবায় সমিতি এখন বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করে সদস্যদের ডিভিডেণ্ড প্রদান করছে। তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার কিন্তু যারা গ্রামের কৃষক আছেন তাদের কথা কিন্তু একবার চিন্তা করা প্রয়োজন বলে মনে করি।

বর্তমান সমবায় সমিতি:

বর্তমানে আমরা সমবায় সমিতিগুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের ঋণ পাচ্ছি। যা আমাদের প্রত্যেককে আরো একধাপ এগিয়ে যেতে অনেক বেশি সাহায্যে করছে। আমাদের সমাজে আজ অনেকেই সমবায় সমিতির ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। শিক্ষার জন্য, বিয়ের জন্য, বাড়ী-ঘর তৈরি করার জন্যও আমরা আজ ঋণ পাচ্ছি আমাদের সমবায় সমিতিগুলো থেকে। আমার পরিচিত বেশ কিছু মানুষ আছে যারা তাদের জীবনের উন্নয়নের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে সমবায় সমিতি। কেউ কেউ জমি বিক্রয় করে এবং পেনশনের অর্থ দীর্ঘ মেয়াদের সমিতিতে ডিপোজিট করছে। সমবায়

সমিতি হচ্ছে আমাদের লেন-দেনের একটি নিরাপদ স্থান। কারণ আমাদের লেনদেন ঠিক থাকলে অর্থের জন্য অন্য কোথাও হাত বাড়াতে হয় না। এক কথায় বলতে গেলে খ্রিস্টান মানুষের জন্য প্রতিটি ক্রেডিট ইউনিয়ন মায়ের মতো। অনেক সময় আমাদের ভুলের কারণেই নিজেরাই সমস্যা তৈরি করে বসি এবং এক পর্যায়ে গিয়ে মানুষের বুদ্ধিতে সর্বশাস্ত হই।

ঋণ গ্রহণ ও ঋণ ফেরত:

আমরা যখন ঋণ গ্রহণ করি তখন অনেকেই আসল কারণটি গোপন করি। এর জন্য পরবর্তীতে সমিতিগুলোকে ঋণ খেলাপীর হার বাড়ে। উৎপাদন মূলক কাজের জন্য ঋণ গ্রহণ না করে আমরা অনেক সময় অন্যের প্ররোচনায় সাধ্যের অতিরিক্ত ঋণ নিয়ে তা পরিশোধ করতে পারি না। তখন নিজেদের পরিবারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সাথে অশান্তির সৃষ্টি হয়। সেই সাথে বিপাকে পড়ে ঋণ গ্রহণ করার সময় যারা জামিনদার হয়েছিলেন। আমাদের ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব পালন করার জন্য অনেক সময় আমরা প্রতিযোগিতা করে থাকি। এই অশুভ প্রতিযোগিতায় জয় লাভ করার জন্য আমরা ক্রেডিট থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকি। যা একজন সুস্থ ও বিবেকবান মানুষের জন্য কখনোই কাম্য নয়।

নির্বাচন:

বর্তমানে আমাদের সমবায় সমিতিগুলোর নির্বাচন যেনো জাতীয় নির্বাচনকে হার মানায়। নির্বাচনে যারা প্রার্থী তাদের অনেক সময় হিতাহিত জ্ঞান থাকে না ভোটে জয়লাভ করার জন্য। তখনই আরেকজন প্রার্থীর নামে দুর্নাম, মিথ্যা ও বানোয়াট তথ্য পরিবেশন করে থাকে, যার অনেক সময় কোনো ভিত্তি থাকে না। বিরোধী দলের এই দুর্নাম ও অপবাদ দেওয়াটা আমাদের খ্রিস্টান সমাজের একটি ট্রোডিশন (ঐতিহ্য) হয়ে দাঁড়িয়েছে। সদস্যদের অনেক দাবি-দাওয়া থাকে। আমাদের মদ-গাঁজা, বিড়ি-সিগারেট, ভূনা খিচুরী না খাওয়ালে ভোট দিবো না। তার অনেক অহংকার। আমার বাড়িতে সে ভোট চাইতে আসে নাই, সে একটা ছোট লোক, ওর বাবা এই করেছে সেই করেছে, ওর বোন কতো ভালো আমরা জানি না ইত্যাদি মন্তব্য আমরা করে থাকি। সদস্যদের কাছ থেকে ভোট পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে প্রার্থীরা। সদস্যদের সম্বলিত লাভের জন্য প্রার্থীরা যে কোনো নেশা জাতীয় দ্রব্য প্রদান করে থাকেন। তাছাড়া ভোটের আগের রাতে নগদ টাকা বিতরণ হয়ে থাকে ভোটারদের মাঝে। আমরা সাধারণ সদস্যরা একবার চিন্তা করে দেখি না যে, আজ যে ব্যক্তি আমাকে মদের এবং টাকার বিনিময়ে আমার একটি ভোটের জন্য ব্যবহার করছে,

নির্বাচনে জয় লাভ করার পরে সে যেকোনোভাবে-যেকোনো মূল্যে সুযোগ-সুবিধা নিবে। আমরা সাধারণ সদস্যরা এতো বোকা যে, একজন ব্যক্তি নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পারে না তার কাছে আমার কষ্টের অর্জিত অর্থের দায়িত্ব দিচ্ছি। কখনো-কখনো দেখা যায় কিছু কিছু প্রার্থী পৈত্রিক জমি বিক্রয় করে ক্রেডিটের নির্বাচন করে থাকে এবং জয় লাভ করে। প্রার্থীর যদি কোনো লাভের সম্ভাবনা না থাকে তাহলে সে কোনো পৈত্রিক সম্পত্তি বিক্রয় করবে? নির্বাচনে জয় লাভের পরে সে ব্যক্তি আপনার টাকা দিয়েই তার চেয়ে বেশি টাকা তুলে নিবে যেকোনো কৌশলে। সেই সাথে একটি ব্যালট পেপারে মোড়ানো ৫০০/১০০০ টাকার একটি নোটের বিনিময়ে বিসর্জন দিচ্ছি আমার সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা। প্রিয় পাঠকবৃন্দ, আমার ক্ষুদ্র জীবনে চারটি সমবায় সমিতিতে নির্বাচনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করার পরেই এই কথাগুলো বলছি। তবে এইটুকু মনে রাখবেন, আজ যে নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীরা আপনার কাছে ১৫দিন ঘুরবে, আর আপনি তাদের পেছনে মাত্র তিন বছর ঘুরবেন। এখানে সিদ্ধান্ত নিবেন আপনি নিজে। আপনার বইয়ে যদি পরিমিত শেয়ার এবং জামিনদার ডিফোল্ডার না থাকে তাহলে আপনার ঋণ প্রদান করতে সমিতি বাধ্য থাকবে। যে কোনো সমবায় সমিতিতে নির্বাচন হলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ সদস্য। তাই নির্বাচন না করে সিলেকশন করাই ভালো - যদিও নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক অধিকার। উল্লেখ্য যে, সকল সদস্য এবং প্রার্থী একরকম নয়।

নির্বাচনের পরের অবস্থা:

নির্বাচনের আগে আমাদের পছন্দের দল জেতানোর জয় আমরা মরিয়া হয়ে উঠি। একটু বেশি আবেগ প্রবণ হয়ে উঠি। অনেক সময় নিজের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে কথা কাটাকাটি এবং মারামারি করি। অন্যের চরিত্র হননের চেষ্টা করি। এতে করে আমাদের দীর্ঘ দিনের আত্মীয়তা নষ্ট হয়। পরবর্তীতে তাদের কাছে যাবার আর কোনো রাস্তা থাকে না। বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে মদের আসরে বসে পছন্দের দলের প্রার্থীদেরকে বড় অংকের টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে থাকি। পরে নিজের পরিবারকে কষ্ট দিয়ে হলেও সেই টাকা প্রদান করতে হয়, কারণ তাকে কথা দেওয়া হয়েছে। ক্রেডিট নির্বাচনের আমেজ থাকে ১৫দিন কিন্তু এর ফলাফল দীর্ঘস্থায়ী। জয়ী এবং পরাজয়ী দুই দলের প্রার্থীরা সবাই একটি আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ে। যার প্রভাব অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়। বিশেষ করে পরাজিত হলে পরিবারে অনেক ধরনের অশান্তির সৃষ্টি হয়।

একটি সমিতির নির্বাচনে বেশি আবেগ প্রবণ না হয়ে বিচক্ষণতার সাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে নিজে ভালো থাকা যায় এবং পরিবারকে ভালো রাখা যায়। এই পৃথিবীতে পরিবারের মানুষ ব্যতীত কেউ আপনজন নয়। প্রতিটি সমিতির নির্বাচন সুন্দর ও সুস্থ হোক এই প্রত্যাশা।

ভালবেসে যত্ন নিতে শিখো

সিস্টার মেরী এনিটা এসএমআরএ

যত্নে রত্ন মিলে। যত্ন করলে অনেক কিছুই কিন্তু অনেক দিন টিকে থাকে। তাই যত্ন করতে শিখতে হবে। প্রথমত নিজে নিজের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। নিজেকে, নিজের অবস্থাকে, নিজের সবটাকে ভালবাসতে হবে। নিজের প্রতি যত্নশীল না হলে, নিজেকে ভাল না বাসলে অন্যের প্রতিও যত্নশীল এবং ভালবাসা পরায়ন মানুষ হওয়া যায় না।

একটু অযত্নের ফলে ফাটল ধরতে পারে যে কোনো সম্পর্কের। আমার লেখার মধ্যে সম্পর্কটাকেই বেশি প্রাধান্য দিলাম। পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সুন্দর এবং সুস্থ সম্পর্ক না থাকলে তা বেশি দিন টিকে থাকতে পারে না। ধরুন, কারো সঙ্গে আপনার ভালবাসার সম্পর্ক। একজন আর একজনকে ছাড়া কল্পনা করা যায় না। সম্পর্কটা প্রথম প্রথম এরকমই থাকে। কিন্তু আস্তে আস্তে শিথিল হয়ে যায়। বিয়ের পর ভালবাসার সম্পর্কটা আগের মতো মধুর, লাবণ্য, টান থাকে না। হতে পারে সংসারের উন্নতির জন্যে ছুটে চলতে হয় অনেক দিকে। শুধু বিয়ে নয়। হতে পারে বাবা-মা,

আত্মীয়- পরিজন, পরিচিত ব্যক্তিদের সঙ্গেও। অনেক সময় আমরা আমাদের আপনজনদের প্রচুর পরিমাণে ভালবাসতে পারি। কিন্তু সময় মতো যত্ন নিতে পারি না। ব্যস্ততার অজুহাতে ভালবাসাটা মিশিয়ে ফেলি প্রতিনিয়ত। নিজের দিকটা একটু বিবেচনা করি! আমি, আপনি কি ভালবাসা চাই না! অবশ্যই চাই। ভালবাসা দিয়ে অনেক কিছুই অর্জন করতে পারি, আবার ভালবাসার অভাবে অনেক কিছুই জীবন থেকে হারিয়ে ফেলতে পারি। আমি, আপনি যেমন যত্ন চাই অন্যের কাছ থেকে, তেমনিভাবে অন্যেরাও চায় আমার কাছ থেকে ভালবাসাসহ যত্ন পেতে। এই চাওয়া কিন্তু ভুল না। এটা প্রত্যেক মানুষের প্রাপ্য অধিকার। এ অধিকার থেকে আমি, আপনি কাউকে বঞ্চিত করতে পারি না।

ভালবাসা কথাটা মুখে বলা যত সহজ তা হৃদয়ঙ্গম করা কিন্তু অনেক কঠিন। ভালবাসা শুধু একটা অনুভূতি। এর বাহ্যিক প্রকাশ কোথায়? অবশ্যই কাজের মধ্যদিয়ে তার প্রকাশ। কাজই ভালবাসার প্রকাশের একমাত্র

মাধ্যম। ভালবাসাটাকে টিকিয়ে রাখতে হলে ব্যক্তি নিজেকে অনেক কষ্ট করতে হয়, অনেক কিছু সহ্য করে চলতে হয়। চাষীর দিকে তাকিয়ে দেখি, ভাল ফসল পাওয়ার জন্যে চাষী ভালবেসে ফসলের কত যত্ন নিয়ে থাকে। বাগানের মালী সেও কিন্তু সুন্দর এবং ভাল ফুলের আশায় কত না যত্ন, কত পরিচর্যা করে থাকেন। চেষ্টার পর ঈশ্বরও দিয়ে থাকেন তাদের পরিশ্রমের ফল। আমার, আপনার প্রিয়জন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-স্বজন তারা সবায় চায় কেউ তাদের খোঁজ খবর রাখুক, কেউ তাদের বুঝুক, তাদের কথা শুনুক, পাশে থাকুক, সমর্থন দিক, ভাল-মন্দ জিজ্ঞেস করুক, ফোন করুক। শুধু একটু যত্ন পেলেই এমন হাজারো সম্পর্ক নতুন প্রাণ ফিরে পায়। বর্তমানে এ করোনাকালীন সময়ে অনেক মানুষ বিভিন্ন সমস্যায়, অভাব অনটনে আছে। আমরা তাদের পাশে দাঁড়াতে পারি। ভালবাসাময় হৃদয়টা তাদের কাছে নিয়ে যেতে পারি, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে পারি। আসুন আমরা প্রত্যেকে ভালবেসে যত্ন নিতে শিখি। আমি হতে পারি সেই যত্ন নেওয়া ভালবাসার মানুষটা। যে নাকি অন্যের খোঁজ খবর রাখবে। সম্পর্ক যতটা না মরে ভালবাসার অভাবে, তার চেয়ে শতগুণ মরে যায় যত্নের অভাবে॥

DC Child Care & Education Centre

Cambridge Curriculum

"THE BEST GUIDELINE FOR YOUR KIDS"

Play Group

ENROL NOW

Nursery

KG

2021-2022

Online Schooling Facility

SCHOOL
ADMISSION

[f /dhakacreditchildcare](https://www.facebook.com/dhakacreditchildcare)

info.dcec@ccccl.com

Class One

NOW OPEN FOR REGISTRATION

88/5 MONIPURIPARA, TEJGAON, DHAKA-1215

Class Two

01709815484



বিজ্ঞ/১৭৬/২১



পথচলার ৮১ বছর : সংখ্যা - ২৩

২৭ জুন - ৩ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ - ১৯ আষাঢ়, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ



ছোটরাও বড়দের শিক্ষা দিতে পারে

১. অরিন তৃতীয় শ্রেণিতে ও তার ছোট ভাই জেরিন দ্বিতীয় শ্রেণিতে লেখাপড়া করে। একবার রাতে মালাপ্রার্থনার পর তাদের মা যিশুর জন্মের ঘটনা বললেন।

মা - যিশুর মা বাবা অনেক গরীব ছিলেন। যিশুর জন্মের সময় তারা কোন আশ্রয় না পাওয়াতে একটা গোয়ালঘরে আশ্রয় নেয় এবং যিশু সেখানে জন্মগ্রহণ করেন।

অরিন - মা, গোয়ালঘর কি?

মা - আমাদের গরুগুলি যে ঘরে থাকে, ওটাই গোয়াল ঘর বা গরুর ঘর।

অরিন - উনারা আমাদের বাড়িতে আসতো, আমরা কি একটু জায়গা দিতাম না?

শিশু যিশুর প্রতি অরিনের কত মায়ী মমতা।

২. ছুটি শেষ করে আস্তনী আবার বিদেশ যাচ্ছে। তার স্ত্রী রেখা ও একমাত্র মেয়ে সেতু বিমানবন্দরে গেল। ঠিক বিদায় মুহূর্তে রেখার চোখে জল, রুমাল দিয়ে চোখ মুছতেছে। ছোট্ট মেয়ে সেতু বলে উঠলো - মা তুমি কেঁদো না বাবাকে যেতে দাও। বাবা বিদেশ গেলে তুমি টাকা পাবে, আমি ফ্রক পাবো।

এতটুকু মেয়েও বুঝে, বাবার চাকরীর কত দরকার।

৩. ২য় শ্রেণির মেয়ে প্রত্যাশী মার সাথে আলোচনা করছে -

মেয়ে - মা আমি বড় হয়ে সিস্টার হলে তুমি আমার সঙ্গে থাকবে?

মা - আমি তোমার সঙ্গে থাকবো কিভাবে? তুই

থাকবি কনভেন্টে আর আমি থাকবো বাড়ীতে।

মেয়ে - তাহলে আমি সিস্টার হবো না।

মেয়ে - মা বড় হয়ে আমি বিয়ে হলে, তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকবে?

মা - আমি তোমার সঙ্গে থাকবো কেন? তুই থাকবি যিশুর বাড়ীতে, আর আমি থাকবো আমাদের বাড়ীতে।

মেয়ে - তাহলে আমি বিয়ে হবো না।

মেয়ে - মা আমি আর একটু বড় হয়ে লেখা

ফাদার আবেল বি রোজারিও

পড়ার জন্য যদি ঢাকা যাই, তুমি আমার সঙ্গে যাবে?

মা - আমি যাবো কেন, ঘরবাড়ী দেখতে হবে না?

মেয়ে - তাহলে আমি বেশি লেখা পড়া করবো না।

ছোট্ট মেয়ে মা ছাড়া কিছুই বোঝে না।

৪. আমি, একদিন ১১টার দিকে মেরী হাউসে যাচ্ছিলাম। দেখি গির্জার সামনে একটা ছোট্ট মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমি জিজ্ঞাস করলাম,

“মামনি তোমার নাম কি?” মেয়েটি উত্তর দিলো “গতকাল তো আমার নামটা বললাম একদিনেই ভুলে গেলে?” আমি বললাম

“মামনি আমি অনেক বুড়া হয়েছি তো তাই মনে রাখতে পারি না।” মেয়েটি বললো “তুমি

মিসার এতো প্রার্থনা মনে রাখো, আর আমার

নামটা মনে রাখতে পারো না?” আমি আর কি বলবো, আমার বলার আর কিছুই রইলো না। শিশুরাও আশা করে আমরা তাদের নাম মনে রাখি।

৫. একদিন সন্ধ্যার দিকে আমার এক কাকাতো বোন রানুর বাসায় গেলাম। ওর ছোট্ট মেয়ে সেতু আমাকে দেখেই বলে উঠলো, “মামা তুমি এসেছো, খুব ভালো হয়েছে। আজ আমার টিয়া পাখীর জন্মদিন, আর মা একটা কেক কিনে এনেছে” আমি জানতে চাইলাম ব্যাপারটা কি? রানু বললো- আর দাদা, কি বলবো সকাল থেকেই তোমার ভাগ্নির একই আবদার আজ আমার টিয়া পাখির জন্মদিন, মা তুমি একটা কেক কিনে আনো। শেষ পর্যন্ত অনেকটা বাধ্য হয়ে ছোট্ট একটা কেক কিনে আনলাম। পশুপাখির প্রতি ছোট্ট মেয়ের কত দরদ।

৬. একদিন ছোট্ট এক ছেলে অরুনকে আমি জিজ্ঞাস করলাম - তোমরা কয় ভাই বোন? অরুন বললো, “আমরা ২ ভাই, ২ বোন। বড় কে? আমি জিজ্ঞাস করলাম? অরুন উত্তর দিল - আমার বাবা সবার বড়, মার চেয়েও বড়।

ছেলেটা বাবাকে কত প্রাধান্য দিল।

৭. এক গর্ভবতী নারী তার স্বামীর সাথে ঢাকা গেল ডাক্তারের কাছে, তার প্রসবের সময় সন্নিহকটে। বাড়ীতে আত্মীয়দের কাছে রেখে গেল তাদের একমাত্র ৩ বছরের মেয়ে মিনুকে। ৪/৫ দিন পর তারা ফিরে এলো এক ছেলে শিশুকে নিয়ে। ছোট্ট বাবু দেখে মিনু বার বার বলতে লাগলো মা তুমি আবার ঢাকা যাও, মা তাহলে আমি আরো একটা বাবু পাবো।

ছোট্ট মেয়ের কত বড় আশা! ❁

ছাতিমের সুগন্ধি মায়ী

মিনু গরুটী কোড়াইয়া

হেমন্ত শিশিরে ছাতিমের গন্ধ ভাসে মুখরিত বায়ু বয় গভীর নিশ্বাসে। সপ্তপর্নী দেবী যেনো সাজে থরেথরে প্রাণের মুগ্ধতা ফোটে সহাস্য অধরে। বিহঙ্গ দোলায় শাখা বাজায় হিলোল সুগন্ধি আশ্বাদনে প্রাণে দেয় দোল। ছাতিমের নির্বাস মাখে শহুরে আবহ ক্ষণিক থমকে যায় ইট-পথুরে কলহ। ক্লান্ত দেহ জুড়ায় ছাতিমের ছায়ায় কোলাহল শান্ত হয় সুগন্ধী মায়ায়। সাদা মেঘে থইথই বুনো ফুলদল মায়াবী এ রূপ মন করে যে উতল। ভ্রান্তিতে মজে যখন দশদিক কালো সুগন্ধ বিলায় ফুল, জোৎস্নার আলো। আশ্বাদন করি মনে আহা অপরূপ এ গন্ধে ভেসে আসে ভজনীর ধূপ। ছাতিম তলায় থাকি ঘুমে অচেতন সৌরভে ভরা থাক শান্তি-নিকেতন।



কেমন তোমার ছবি একেছি!



রাজশাহীতে কারিতাসের অনলাইনভিত্তিক আন্তঃস্কুল বিজ্ঞানমেলা এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা



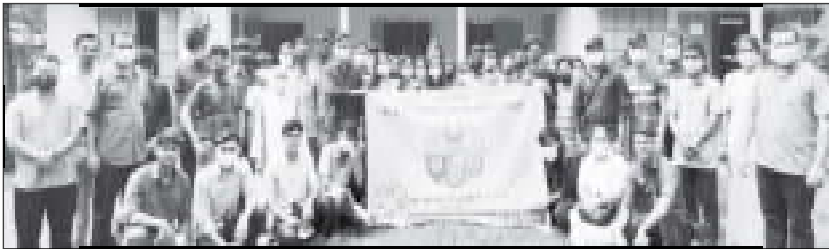
অসীম ক্রুশ গত ১০ জুন, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে কারিতাস রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ে কারিতাস কর্তৃক আয়োজিত অনলাইনভিত্তিক আন্তঃস্কুল বিজ্ঞানমেলা এবং সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার মূল্যায়ন কার্যক্রম ভিডিও ফুটেজের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রতিযোগিতায় অনলাইনে প্রধান অতিথির বাণী প্রদান করেন রাজশাহী কাথলিক ধর্মপ্রদেশের বিশপ জের্ডাস রোজারিও। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এবং বাণী প্রদান করেন রাজশাহী ধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার পল গমেজ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এবং শুভেচ্ছা বাণী প্রদান করেন কারিতাস রাজশাহী অঞ্চলের আঞ্চলিক পরিচালক সুক্রেশ জর্জ কস্তা। উক্ত প্রতিযোগিতায় পাবনা, নাটোর ও রাজশাহী জেলার মিশন পরিচালিত ১০টি স্কুল হতে ৯৪ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় ৬ ধরনের প্রজেক্ট যেমন: আধুনিক কৃষি, ভূগোল ও পরিবেশ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং রসায়ন, পদার্থ ও জীব বিজ্ঞান প্রযুক্তির প্রজেক্ট প্রদর্শন করা হয়। অপরদিকে প্রতিযোগিতার অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল সংগীত, আবৃত্তি, অভিনয় ও দলীয়

নৃত্য। মূল্যায়ন কার্যক্রম শেষে প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে ট্রেস্ট ও সার্টিফিকেট স্কুলে স্কুলে পৌঁছে দেয়া হয়। উল্লেখ্য অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আয়োজন করে কারিতাসের এফওয়াইটিপি প্রকল্প ও ধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশন, রাজশাহী ধর্মপ্রদেশ। প্রধান অতিথি বিশপ জের্ডাস রোজারিও তার বক্তব্যে বলেন, শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল হতে এ ধরনের প্রতিযোগিতা ব্যাপক ভূমিকা রাখে। তিনি আরও বলেন, শিক্ষার্থীরা পুঁথিগত বিদ্যা অর্জনের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক শিক্ষা কাজে এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে এগিয়ে যাবে। এছাড়া কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ডাক্তার, কেউবা কৃষি বিজ্ঞানী, নাট্যকার, সংগীত শিল্পী এমন নানা ধরনের পেশায় তারা প্রবেশ করতে পারে।

ধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারি ফাদার পল গমেজ বলেন, এ ধরনের প্রতিযোগিতা এটাই প্রথমবার। আমার বিশ্বাস শিক্ষার্থী, অভিভাবক, শিক্ষক সকলেই এ প্রতিভা বিকাশের কাজে সহায়তা করেছে। এ অনলাইন প্রতিযোগিতা আমাদের জন্য একটি বড় অভিজ্ঞতাও যা পরবর্তীতে অনেক কাজে দিবে। আঞ্চলিক পরিচালক সুক্রেশ জর্জ কস্তা প্রতিযোগিতায় বিভিন্নভাবে সহায়তায় জন্য বিশপ ও ধর্মপ্রদেশীয় শিক্ষা কমিশনের সেক্রেটারি মহোদয়কে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য শিক্ষার্থী, শিক্ষকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, বছর অতিক্রান্ত হলো শিশুরা স্কুলের বাইরে থেকে অর্থাৎ ঘরে থেকে দ্রুত উত্তেজিত হয়ে যায় এবং মানসিক অশান্তিতেও রয়েছে। কিন্তু অনলাইনের মাধ্যমে এ প্রতিযোগিতা আস্থান করায় সীমিত পরিসরে হলেও তারা অংশগ্রহণ করতে পারছে।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের বিভিন্ন স্থানে যুব সেমিনার



হারবাইদ উপ-ধর্মপল্লী

সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব কমিশনের আয়োজনে ৭ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, নির্মলা মারীয়া গির্জা হারবাইদ, উপকেন্দ্রে “যুব জীবনে আবেগের বহিঃপ্রকাশ ও নিয়ন্ত্রণ” মূলসূরের উপর ভিত্তি করে একটি গঠনমূলক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। শুরুতে খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন যুব কমিশনের যুব সমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল। তিনি মূলসূরের সাথে মিল

রেখে খ্রিস্টযাগে অষ্টকল্যাণ বাণীর আলোকে সঠিকভাবে আবেগের ব্যবহারে পরিশুদ্ধ জীবন গঠন করা যায় সেই বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন।

খ্রিস্টযাগের পর ভাদুন ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার প্রলয় ক্রুশ যুবক-যুবতীদের উদ্দেশে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে তিনি বলেন, আবেগের বসে যুবক-যুবতীরা যেন তাৎক্ষণিক কোন সিদ্ধান্ত না নেয়, যা জীবনের জন্য ক্ষতিকর। এরপর জেমস

সাইমন দাস মূলসূরের উপর ভিত্তি করে তার সহভাগিতা তুলে ধরেন। আবেগের কারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে তার সহভাগিতায় প্রকাশ পায়।

ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের যুব কমিশনের সেক্রেটারী সিস্টার আন্না মারীয়া এসএমআরএ উক্ত আয়োজনকে সফল করতে সংশ্লিষ্ট সকলকে কমিশনের পক্ষে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। পরিশেষে পালপুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং সেমিনারের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। এ সেমিনারে ২জন যাজক, ২জন সেমিনারীয়ান, ৩জন সিস্টার, ৬জন এনিমেটর ও ৬৮জন যুবক-যুবতীসহ সর্বমোট ৮১জন অংশগ্রহণ করায়।

ভাটারা ধর্মপল্লীতে

বিগত ১১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ট্রেস্ট করণার গির্জা, ভাটারা ধর্মপল্লীতে “যুব জীবনে বিষন্নতা ও উদ্ভিগ্নতা এবং এর প্রতিরোধ ও প্রতিকার”

মূলসুরের উপর ভিত্তি করে একটি গঠনমূলক যুব সেমিনারের আয়োজন করা হয়। OSL সম্প্রদায়ের সিস্টারদের পরিচালনায় প্রার্থনার মধ্যদিয়ে এই সেমিনার শুরু হয়। এরপর ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার তুষার গমেজ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আজ যিশু হৃদয়ের মহাপর্ব। যিশু হৃদয়ের ভালবাসা আমরা যেন উপলব্ধি করি। তিনি সকল যুবক-যুবতীর স্বার্থক ও সুন্দর জীবন এবং উজ্জ্বল সেমিনারের সফলতা কামনা করেন। এরপর সেমিনারের বক্তা জেমস্ সাইমন দাস তার সহভাগিতা তুলে ধরেন। ডাক্তার নিজেকে সুস্থ কর এ উক্তি দিয়ে তিনি তার সহভাগিতা শুরু করেন। উদ্ভিগ্নতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, আচরণগতভাবে। আর তা হল অতিরিক্ত ক্লান্তি, দুশ্চিন্তা, অস্থিরতা, অহেতুক ভয় পাওয়া, ঘুম না আসা, অতিরিক্ত কান্না, আশাহীনতা, অশান্তভাব ইত্যাদি। বিষন্নতার উপসর্গগুলির বহিঃপ্রকাশ হল ঘুম না আসা, হতাশা, নিজেকে দোষী ভাবা, অল্পতে রেগে যাওয়া, কাজে আগ্রহ না থাকা, অমনযোগিতা, নিজেকে মূল্যহীন ভাবা, নেতিবাচক চিন্তা, সিদ্ধান্ত না নিতে



পারা ইত্যাদি। আর এ উদ্ভিগ্নতা ও বিষন্নতার ফলাফল আত্মহত্যা ও ড্রাগ ব্যবহার। এরপর যুব কমিশনের যুবসমন্বয়কারী ফাদার নয়ন লরেন্স গোছাল খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। তিনি যুবাদের বিশেষভাবে আহ্বান করেন যে, যখনই জীবনে উদ্ভিগ্নতা, বিষন্নতা আসে, যখন মনে হয় কেউ আর আমার কাছে নেই, পাশে নেই, আমি মূল্যহীন কারও হৃদয়ে আমার স্থান নেই সেই দুঃসহ অবস্থায়ও একজন আমাদেরকে তাঁর হৃদয়ে স্থান দিতে সর্বদা প্রস্তুত তিনি

হলেন আমাদের পরিত্রাতা যিশুহৃদয়। আমরা যেন বিশ্বাস ও আস্থা নিয়ে তার কাছে যাই। খ্রিস্টযাগের মুক্তালোচনায় অংশগ্রহণকারীগণের প্রশ্নের ভিত্তিতে সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও আলোকপাত করা হয়। সবশেষে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এ সেমিনারে ৫জন ফাদার, ৫জন সিস্টার, ৩৯জন যুবক-যুবতীসহ মোট ৪৯জন অংশগ্রহণ করে। দুপুরের আহার গ্রহণের মাধ্যমে সেমিনার শেষ হয়।

খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর কুলিপাড়ার যীশু হৃদয়ের গির্জার পর্বপালন



ফাদার রবার্ট গনসালভেজ □ গত ১১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কুলিপাড়া যীশু হৃদয়ের গির্জার পর্ব পালন করা হয়। খাগড়াছড়ি ধর্মপল্লীর প্রতিষ্ঠার এক যুগ পূর্ণ হলো এই বছর। আনন্দ উচ্ছাস আর হৃদয়ের ভালোবাসার অনুভূতি দিয়ে বাণীপ্রচারের বা প্রেরণ কাজের ফসল আমাদের পার্বত্য এলাকার খ্রিস্টভক্তগণ। এখানে প্রতিটি পাড়াতে সর্বমোট ১২টি গির্জা ও ধর্মপল্লীতে

সুদৃশ্য বড় গির্জাঘর খ্রিস্টভক্তদের পরিচিতির সাক্ষ্য বহন করছে।

খাগড়াছড়ির বেতছড়ি এলাকায় রোমান ক্যাথলিক মঙ্গলীর ৩টি গির্জা ঘর রয়েছে। ইটছড়ি, সাজেক পাড়া ও কুলিপাড়া। এ তিনটি পাড়া ও দূরবর্তী সুউচ্চ পাহাড়ে কমলছড়ির অনুপ্রাণিত খ্রিস্টভক্তগণ সহ ৫৫জন যিশু হৃদয়ের পর্বদিন পালন করতে এ পাড়ায়

জড়ো হয়েছিল। সকাল থেকে রান্নাবান্নার কাজ শেষ করে উপাসনা শুরুর পূর্বে ভাত, তরকারী, মাংস যা রান্না হল সবই গির্জায় নিয়ে আসে। এমনকি পানির বোতল স্তরে-স্তরে সাজিয়ে বেদীর কাছে আর্শীবাদ করার জন্য নিয়ে আসে। খ্রিস্টযাগ শেষে ভোজের জন্য যা আয়োজন করা হলো তা স্পর্শ করে পবিত্র জল ছিটিয়ে আর্শীবাদ করা হয়। পরম পবিত্র যিশু হৃদয়ের কাছে সবিনয়ে প্রার্থনা করতে ওদের স্পর্শকাতর জীবন প্রবাহের প্রধান কাজ জুম চাম্বাবাদ, ওরা মন্দ শক্তির হাত থেকে জমির ফসল রক্ষা করার তাগিদে জলের গ্লাস, পাত্র ভর্তি চাউল, রক্তজবা ফুল ও পবিত্র ত্রুশ নিজেরা ডালপালা দিয়ে তৈরী করে গির্জায় নিয়ে আসে। খ্রিস্টযাগের পূর্বে প্রার্থনা করে কয়েকটি চারা যিশু হৃদয়ের পর্ব উপলক্ষে রোপন করা হয়। খ্রিস্টযাগের শেষে সবাই এক সাথে খাওয়া দাওয়া করে যিশু হৃদয়ের পর্ব উদযাপন ভক্তি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আদান প্রদানের মধ্যদিয়ে শেষ করা হয়।

গৌরনদী ধর্মপল্লীর সংবাদ

ফাদার রিংকু জেরম গোমেজ □ গত ১৩ জুন গৌরনদী ধর্মপল্লীর পার্বণ উপলক্ষে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ৪ জুন থেকে ১২ জুন বিশেষ নভেনা খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করা হয়। এবং যারা প্রথম বারের মত খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণ করবে সিস্টারগণ এবং কাটিখিস্টরা তাদের শিক্ষা দেয় এবং সাহায্য করেন। নভেনায় বিভিন্ন জায়গা থেকে ফাদারগণ খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। ১২জুন বিভিন্ন গ্রামের প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের সকাল



৯টায় মধ্যে ধর্মপল্লীতে নিয়ে আসা হয় এবং আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি, পাপস্বীকার করার পদ্ধতি, খ্রিস্টপ্রসাদ সম্পর্কে ধারণা, গান-ক্লাস-সহ আরো অন্যান্য প্রস্তুতি নেয়া হয়। এই দিনে সকাল ১০টায় চতুর্থমহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি-কে ধর্মপল্লীতে বরণ করা হয় এবং ধর্মপল্লীর

খ্রিস্টভক্ত, প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারী ছেলে-মেয়ের সকল কার্টিখিস্ট, সিস্টারদের স্লোগান ও গানের তালে তালে ফুলের তোড়া প্রদান করা হয়। ১৩ জুন রবিবার পবিত্র যিশু হৃদয়ের ধর্মপল্লীর পর্বোৎসবকে ঘিরে ছিল সবার আনন্দ উদ্‌যাপন। অনুষ্ঠানে ছিল শোভাযাত্রা, যিশু হৃদয়ের প্রতিকৃতিতে ফুলের মালা প্রদান,

প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, প্রথম খ্রিস্টপ্রসাদ গ্রহণকারীদের খ্রিস্টপ্রসাদ বিতরণ, খ্রিস্টযাগের শেষে আর্চবিশপ মহোদয়কে ফুলের মালা ও উপহার প্রদানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়। সেই সাথে ডিকন সৈকত লরেন্স বিশ্বাসকে ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপর মিষ্টি বিতরণের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘটে।

বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীতে শিশু এনিমেটরদের নিয়ে ধর্মশিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ



মিসেস কারুলিনা সরদার □ বরিশাল ক্যাথিড্রাল ধর্মপল্লীর খ্রিস্টীয় জীবন গঠন বিষয়ক কমিটি বিগত ৩ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ শিশু এনিমেটরদের জন্য একটি ধর্মশিক্ষা বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালায় আলোকপাত

করা হয়েছে উপাসনায় শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সক্রিয় ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ফাদার লরেন্স লেকাভালী গমেজ, শিশুদের বাইবেল শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেন সিস্টার হানিমা এলএইচসি ও সিস্টার

মাগ্দালেন এলএইচসি। সাক্রামেন্টের উপর সহযোগিতা করেন সিস্টার পপি এলএইচসি। এর পাশাপাশি উপাসনায় ব্যবহৃত গানের প্রশিক্ষণ দেন সিস্টার প্রীতি এলএইচসি। এর মধ্যদিয়ে এনিমেটরদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যাতে আগামী দিনের শিশুদেরকে আরো মাণ্ডলীক শিক্ষা ও ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যদিয়ে ধীরে-ধীরে গড়ে তোলা যায় এবং তারা যেন খ্রিস্ট বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে মণ্ডলীর কাজে নিজেদের নিয়োজিত রাখতে পারে। এই বছরে পালকীয় মূলসুর, প্রকৃতি ও সৃষ্টির যত্নে ভাই-বোন সকলের অংশগ্রহণ শিশুরা যাতে এতে অংশগ্রহণ করতে পারে তাদের প্রকৃতি সেবা কাজের মধ্যদিয়ে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হয়।

বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীর পর্ব উদ্‌যাপন ও খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা



নিজস্ব সংবাদদাতা □ বিগত ১১ জুন ২০২১ খ্রিস্টাব্দ শুক্রবার বেনীদুয়ার ধর্মপল্লীতে যিশুর পবিত্র হৃদয়ের পর্ব মহাসমারোহে পালন করা হয়। দীর্ঘ ৯ দিনব্যাপী যিশুর হৃদয়ের নভেনা ও প্রার্থনার মধ্যদিয়ে প্রস্তুতি গ্রহণ করে ধর্মপল্লীর পর্ব পালিত হয়। এতে ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত, সহকারী পুরোহিত এবং গ্রামের

কিছু সংখ্যক খ্রিস্টভক্ত অংশ গ্রহণ করেন। খ্রিস্টযাগ শুরু হয় সকাল ৭ টায়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন পাল-পুরোহিত ফাবিয়ান মারাভী। তিনি তার উপদেশে যিশুর হৃদয়ের ভালবাসা কথা ব্যাখ্যা করেন। যে হৃদয় থেকে প্রতিনিয়ত উৎসারিত হয় বিশ্বাসী ভক্তের জন্য স্বর্গীয় ভালবাসা ও ক্ষমা। তাই যিশুর হৃদয়ের মতো আমাদের হৃদয়ও গড়ে তুলতে তিনি অনুপ্রেরণা দান করেন। খ্রিস্টযাগের পর সকাল ৯ টায় শুরু হয় খ্রিস্টকে নিয়ে অর্থাৎ খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা। করোনার এই পরিস্থিতিতে কয়েকজন খ্রিস্টভক্তসহ পুরোহিতগণ ধর্মপল্লী থেকে শোভাযাত্রা শুরু করেন। ধর্মপল্লীর চারপাশের পরিবারগুলোর মাঝ দিয়ে প্রদক্ষিণ করা হয়। এই সময় খ্রিস্টভক্তগণ খ্রিস্টপ্রসাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখান আর সেই সঙ্গে আশীর্বাদ গ্রহণ করে। এইভাবে খ্রিস্টপ্রসাদীয় শোভাযাত্রা আবার ধর্মপল্লীর গির্জায় এসে ধুপারতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনার মধ্যদিয়ে শেষ করা হয়।

গামাসা অঞ্চলের ফাদার সিস্টারদের পালকীয় সভা



সিস্টার এলিজাবেথ পিমে □ গত ৭ জুন, ২০২১ রোজ সোমবার গামাসা অঞ্চলে কর্মরত ফাদার, সিস্টারদের পালকীয় ত্রৈমাসিক সম্মেলন শিমুলিয়াতে হয়েছে। সকাল ৯টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগের মাধ্যমে এ সম্মেলন শুরু

হয়। খ্রিস্টযাগ অর্পণ করেন আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ। খ্রিস্টযাগে উপস্থিত ছিলেন গামাসা অঞ্চলে কর্মরত ৫জন ফাদার, ১০জন সিস্টার কয়েকজন খ্রিস্টভক্ত ও ১জন সেমিনারিয়ান।

খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ বলেন, বাণীপ্রচার ক্ষেত্রে

এ গামাসায় যারা কাজ করছেন এটা কঠিন কিন্তু সুন্দর কাজ ও বাণীপ্রচারের সুন্দর স্থান। তিনি বলেন অন্য ধর্মের মানুষের মাঝে কাজ করা যেমন কঠিন তেমনি যিশুর বাণী তাদের কাছে বলা ও যিশুর কথা তাদের শুনানোর মধ্যে আনন্দ আছে। লোকেরা যিশুর কথা শুনে। তার প্রমাণ আপনারা যারা এ গামাসা এলাকায় কাজ করছেন তারাই। এ উপলক্ষে পুণ্যপিতার ফাতেল্লি তুর্ভির উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন পুণ্য পিতা মিশরের ধর্মনেতার সাথে বসে আলাপ করেছেন-আমরা সবাই পরস্পর ভাই ভাই এ বিষয়ে আলোচনা করে এ পত্র লিখেন।

খ্রিস্টযাগের পরে ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার টমাস সকলকে স্বাগত জানান ও আর্চবিশপ মহোদয়কে তার উপস্থিতির জন্য

সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান। এরপরে চা বিরতির পরে ১১:১৫ মিনিটে মিটিং শুরু হয়। সভাপতি ফাদার জনপাওলো পিমে তার স্বাগতম বক্তব্য রাখেন। পরে নিজ-নিজ এলাকায় জানুয়ারি থেকে জুন মাস ২০২১ খ্রিস্টাব্দ কাজের প্রতিবেদন তুলে ধরার জন্য আহ্বান করেন। এতে ফাওকাল, কেওয়াচালা, জিরানি ও উথলি ধর্মপল্লী প্রতিবেদন তুলে ধরেন। ফাদার ম্যাক্সওয়েল কোথায় কোন মিশন অবস্থিত তা এবং কোথায় কোথায়

খ্রিস্টভক্তগণ স্থায়ী ও অভিবাসীরূপে বসবাস করছেন তা মানচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করেন। এতে আর্চবিশপ মহোদয় বলেন, এ এলাকায় অনেক কাজ হচ্ছে, আরও অনেক কাজ করতে হবে। মানচিত্রে আরও সুস্পষ্ট ও সবকিছু পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হবে। তিনি বলেন যারা ত্রুটিপূর্ণ বিবাহের কারণে এ এলাকায় আছেন ও সাক্রামেন্ট থেকে বিরত আছেন তাদের মঞ্জুলীতে সক্রিয় করে তুলতে

হবে। সভাপতি ফাদার জনপাওলো বলেন, আর্চবিশপ আমাদের ত্রৈমাসিক মিটিংগুলিতে থাকতে পারলে ভালো হয় যেন তিনি জানতে পারেন আমরা কেমন পরিকল্পনা নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছি। দ্বিতীয় বিষয় তিনি যেন অধিবেশনে প্রথম ও শেষে কিছু কথা বলেন, যা হবে আমাদের জন্য অনেক অনুপ্রেরণাদায়ক। পরে ফাদার টমাস সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে দুপুরের আহ্বারের জন্য আহ্বান জানিয়ে মিটিং সমাপ্ত করেন।

শান্তি রাণী সিস্টারস্ সংঘের প্রতিপালিকা মারীয়ার নির্মল হৃদয় এর পর্ব উদযাপন



সিস্টার অনুপমা কস্তা সিআইসি □ গত ১২ জুন শনিবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ দূতগণের রাণী মারীয়ার নির্মল হৃদয় কাটেখ্রিস্ট সন্ন্যাস সংঘের শান্তি রাণী সিস্টারদের প্রতিপালিকা মারীয়ার নির্মল হৃদয় এর পার্বণ অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য পরিবেশে বিভিন্ন কনভেন্টে পালন করা হয়। আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি স্বরূপ ৯ দিন নভেনা, বিশেষ প্রার্থনা, পাপস্বীকার ও নির্জন ধ্যানের মধ্যদিয়ে সিস্টারগণ প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। পর্বদিনে ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ মনিপুরিপাড়া শান্তি রাণী কনভেন্টে সিস্টারদের উদ্দেশে পবিত্র খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন। সকাল ১০:৩০ মিনিটে বিশপ সিস্টার'স কনভেন্টে উপস্থিত হলে পরে সিস্টার ও হোস্টেলের বোনেরা শুভেচ্ছা গান, নৃত্য ও বিশপ মহোদয়ের পা ধুয়ার মাধ্যমে বরণ করে নেয়। পরে ১১ টায় পবিত্র খ্রিস্টযাগ আরম্ভ হয়। মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের ছবিসহ সিস্টারগণ শোভাযাত্রা করে চ্যাপেলে প্রবেশ করেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগে বিশপ তার উপদেশ বাণীতে বলেন-কুমারী মারীয়া ঈশ্বর জননী। সংঘ প্রতিষ্ঠাতা বিশপ যোসেফ অর্বেট পিমে গভীর আধ্যাত্মিকতায় মারীয়ার নির্মল হৃদয়ের কাছে সংঘকে উৎসর্গ করেছেন। আর এ সংঘের সদস্যগণ যেন মারীয়ার হৃদয়ের কাছে থাকতে পারে। এ সংঘের ক্যারিজম অত্যন্ত সুন্দর, ব্যতিক্রমধর্মী ও কষ্টের। সদস্যগণ নিষ্ঠার সাথে প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য পূরণ করে যাচ্ছেন তাই মা মারীয়া সহায় থাকবেন। পবিত্র খ্রিস্টযাগের পর হোস্টেলের বোনেরা ফুল ও গানের মধ্যদিয়ে বিশপ মহোদয় ও সিস্টারগণকে পর্বীয় শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। অত্যন্ত আনন্দ ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যদিয়ে সিস্টারগণ সংঘের প্রতিপালিকার পর্ব উদযাপন করেন।

ফ্ল্যাট ভাড়া

১২ সার্কিট হাউজ, রোড
কাকরাইল "ষড়নিকেতন"
রমনা ঢাকা, তিন রুমের ফ্ল্যাট
(২য় তলা) ভাড়া দেয়া হবে।

যোগাযোগ

০১৭১৩-০৩৯৫৯২
০১৭৫২-২৫০৫৯৮

বিঃ/১৭৫/২১

নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লি:

কার্যকরী পরিষদের ১০ম নির্বাচন
ও বিশেষ সাধারণ সভা (সংশোধনী)

তারিখ : ১৬ জুলাই ২০২১ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার

নির্বাচনের সময় ও বিশেষ সাধারণ সভা: সকাল ১০টা হতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত।

স্থান : চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনীপাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

এতদ্বারা নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ এর সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সকলের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নোয়াখালী প্রবাসী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতি লিঃ এর ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন বিগত ০৯ এপ্রিল, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য জেলা সমবায় অফিসার, ঢাকা মহোদয় কর্তৃক মনোনীত ও (তিন) সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিটি নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। উক্ত নির্বাচন কমিটি কর্তৃক নির্বাচনের ভোট গ্রহণ ব্যতীত অন্যান্য সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হলেও দেশে কোভিড-১৯ মহামারী পরিস্থিতির কারণে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারিকৃত করোনা কালীন লকডাউন ঘোষণা করায় উল্লেখিত তারিখে ভোট গ্রহণ কার্যক্রম সাময়িক স্থগিত করা হয়।

যেহেতু গত ১৩/০৪/২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে সমিতির বর্তমান ব্যবস্থাপনা কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে সেহেতু সমিতির সদস্যদের সম্মুখে একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন পূর্বক আগামী ১৬ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ রোজ শুক্রবার সকাল-১০টা হতে বিকাল-৪টা পর্যন্ত (বিরতিহীনভাবে) চার্চ কমিউনিটি সেন্টার, ৯ তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ তে সমিতির স্থগিত নির্বাচনের ভোট গ্রহণসহ বাকি কার্যক্রম সম্পন্ন করার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

অতএব, সকল সদস্য/সদস্যদের (বেধভোটের) নিজ নিজ ছবি সম্বলিত পাশ বইসহ বিশেষ সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ করে ভোট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

রুবেন গোনছালবেছ
প্রেসিডেন্ট
নো:প্র:স্বী:স:স:লি:

ধন্যবাদান্তে,

গ্ল্যান নিউটন গোনছালবেছ
সেক্রেটারি (কো-অপ্ট)
নো:প্র:স্বী:স:স:লি:

বিঃ/১৭৭/২১



প্রয়াত মেরী গমেজ

স্বামী : প্রয়াত পল গমেজ
 জন্ম : ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ
 মৃত্যু : ১৪ জুন, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ
 গ্রাম : পট্টোকাঙ্গা
 পোস্তা মিশন, নরায়ণগঞ্জ, ঢাকা।

৬ষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী

মা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেছো না কেয়ার সেশে অর্থাৎ স্বর্ণধামে-পরম পিতার সান্নিধ্যে। আমরা সর্বদাই তোমাকে স্মরণ করি, তোমার উপস্থিতি অনুভব করি। তুমি আজও আমাদের মাঝে আছো।
 তুমি স্বর্ণ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো না, সেন আমরা তোমার মত বিনয়ী, গ্রাহ্যনাশীল এবং সৎ মানুষ হিসাবে সমাজে শান্তিতে বসবাস করতে পারি।
 ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন স্বর্গে তাঁর নিকট তোমাকে স্থান দান করেন।

ধন্যবাদান্তে

ফোটে ক্রেনে : ডিউটিনিয়াম বাবুল গমেজ

ক্রেনে বৌ : মেয়ী গমেজ

বড় বাবী : টনি গমেজ

বড় মতে বৌ : জুয়া গমেজ

ফোটে বাবী : মনি গমেজ

ফোটে মতে বৌ : তিবতিয়া গমেজ

মাস্টার : জুনি ও পমিদি গমেজ



উইলিয়াম কেইরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল
William Carey International School

Exam. Reg. No. 23/English

(Play Group to O' Level)

Cambridge Assessment
 International Education
 Cambridge International School



Dhaka Campus

Bangladesh Baptist Church, 79-D1, Indira Road,
 (West Kumbhazar) Sher-E-Bangla Nagar, Dhaka-1207.
 Website: www.wcischool.org, Contact Number: +88 02 9112949, 91999283257

Admission going on
2021-2022

Main Campus (Play-O' Level)
 Savar Campus: (Play-Std: VI)
 Session: July 2021- June 2022

Online Class Running



Savar Campus

National YMCA International Building
 B-2, Jaleswar, Radio Colony
 Bus Stand (মল্লিক), Savar.

☎ +8801708427888, +8801708081205

Our Facilities:

- ▶ Air Conditioned Classrooms.
- ▶ Secured with CCTV Camera.
- ▶ Wide playground and newly constructed school building.
- ▶ Use of modern teaching methodology. Computer, Multimedia, Internet etc.
- ▶ Arrangement of indoor and outdoor games.
- ▶ Special Care for slow learners.
- ▶ Extra Curricular Activities.
- ▶ Standby Power Supply.
- ▶ Limited Seats.
- ▶ School Bus Available.

You are welcome to visit the school Campus along with your kids



সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল

ঢাকা মহানগরপ্রদেশের একটি প্রতিষ্ঠান



BOOK POST

বিশেষ সেবা মাস

১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল

ধাকছে চিকিৎসা সেবা মূল্য ছাড় সহ বিশেষ আকর্ষণীয় উপহার

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল দিবা-রাত্রি খোলা। ঢাকা মহানগরপ্রদেশ কর্তৃক পরিচালিত হলিফেস জুল সেটের বিপরীত পাশে অবস্থিত, হাসপাতালটিতে রয়েছে ঢাকা শহরের প্রধান প্রধান হাসপাতাল ও হাসপাতালের অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা ডাক্তারদের নিতীত রোগীদের সার্জিসের সুযোগ। তাই আপনি পাবেন সার্বসী সেরামুল্যে কালিত আধুনিক সব ধরনের মানসম্মত স্বাস্থ্য সেবা। গর্ভবতী মায়েদের জন্যে নরমাল ডেলিভারী, সিজারিয়ান সহ সুন্দর সেবামূল্যে রয়েছে মা-শিশুর স্বাস্থ্য সেবার সকল সুব্যবস্থা। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ অপারেশন থিয়েটার, সেন্ট্রাল অক্সিজেন, রেডিওলজি বিভাগ, প্যাথলজি বিভাগ, ডিজিও-থেরাপী বিভাগ ও আধুনিক ঔষধালয় সহ সার্বজনিক বিনাম্বে আর লিফটতো আছেই। আপনার নাগালের মধ্যেই পাবেন- ডি.আই.পি কেবিন, সেমি-কেবিন, ওয়ার্ড।

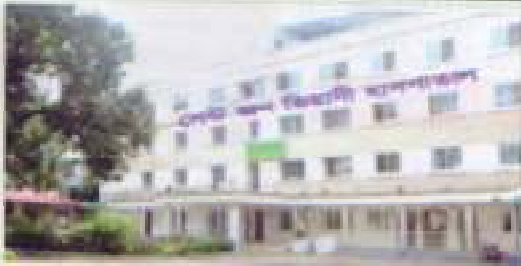
বিশেষ সেবা মাস : ১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবার সুসংবাদটি শুনলে সাথে সমপ্রতিভার জন্যেই শালন করা হচ্ছে- ১ জুলাই থেকে ৩১ জুলাই, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষ সেবা মাস। এ সেবা মাসে আপনি সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে সেবা গ্রহণ করলে পাবেন বিশেষ সুযোগ-সুবিধা।

১. ৩ হাজার টাকা ও এর অধিক এবং ঘারা ৫ হাজার টাকা ও এর অধিক যে কোন সেবা সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল থেকে জুলাই মাসের ১ থেকে ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে গ্রহণ করলে আপনি পাবেন হাসপাতালের পক্ষ থেকে বিশেষ আকর্ষণীয় উপহার সামগ্রী।
২. এই সেবা মাসে যে সকল শিশু সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে ভ্রম গ্রহণ করবে তাদের জন্য হাসপাতালের পক্ষ থেকে থাকবে বিশেষ উপহার।
৩. গর্ভকালীন সময় থেকে শুরু করে প্রসব এবং প্রসব-উত্তর সেবা যে মায়েরা গ্রহণ করবেন তাদের জন্য বহুব্যাধী থাকবে বিশেষ স্বাস্থ্য সেবা।
৪. সেন্ট জন ভিয়ানী ফেসিয়াল ক্লিনিক : ফেসিয়াল টিস্যু প্রতি বঙ্গের জন্যে মূল্য ৬১ টাকা (২৪০ পিস টিস্যু)। শুধুমাত্র এ সেবা মাসে এক সাথে ২টি টিস্যু বয়স কিনলে আপনি পাবেন প্রতি বঙ্গের জন্যে ১১ টাকা ছাড়। অর্থাৎ প্রতি বয়স টিস্যুর রূপমূল্য মাত্র ৫০ টাকা।

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করুন, অন্যকেও স্বাস্থ্য সেবার সুসংবাদটি পৌছে দিন।

সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে সেবাসমূহ	
০১. ২৪x৭ ইমার্জেন্সি (Emergency)	১১. সার্জারি রুম (General Surgery)
০২. বাই রুম (Outdoor)	১২. নিউরোলজি রুম (Neuro Surgery)
০৩. আ-ইন্ডোর (Indoor)	১৩. অর্থোপেডিক (Orthopedics)
০৪. গাইন & ওবস্ট্রি রুম (Gynae & Obs.)	১৪. ফিজিওথেরাপি রুম (Physiotherapy)
০৫. শিশু রুম (Pediatrics)	১৫. ল্যাবরেটরি রুম (Laboratory & Pathology)
০৬. মেডিসিন রুম (Medicine)	১৬. রেডিওলজি & ইমেজিং রুম (Radiology & Imaging)
০৭. ফ্যামিলি মেডিসিন (Family Medicine)	১৭. আলট্রাসাউন্ড রুম (Ultrasonography)
০৮. হার্ট রুম (Cardiology)	১৮. ম & পি ফিডি (Breast Feeding Corner)
০৯. ডায়াবেটিস & হরমোন রুম (Diabetic & Endocrinology)	১৯. ড্রাগস (Pharmacy)
১০. স্কিন & ভেনারেল রুম (Skin & Venereal Diseases)	২০. নার্সিং সেল (Dedicated Nursing Care)
১১. নাক, গলা ও গলা রুম (ENT)	২১. ফিভার ক্লিনিক (Fever Clinic)



অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ পরীক্ষাগার



সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতাল সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রিত। অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ ডাক্তার, নার্স, ডিজিওথেরাপিস্ট, প্যাথলজিস্ট, আন্টিবায়োটিকস্ট, ইন্সটিটিউট ও এক্স-রে টেকনোলজিস্ট স্বাস্থ্য পরিচালিত একটি স্বাস্থ্য-সেবা প্রতিষ্ঠান। সকলের সামর্থের মধ্যে রাখতেই ডাক্তার কি, ঔষধ মূল্য ও সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছিঁ প্রায় অর্ধেক ছাড় দেয়া হয়।

৯, হলিফেস কলেজ রোড, তেজগুণীপাড়া, সার্বসেই, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১০
 আইপি ফোন: ০১৬৭৮৬০০০০৮/০১৬৭৮৬০০০২, মোবাইল: +৮৮ ০১০০০৯৮৩১৯, ই-মেইল: stjohnvianney2019@gmail.com
 Facebook Page: St. John Vianney Hospital